দুই কটকে গালাগালি দড় বাজে রণ
নানা অস্ত্র গাছ পাত্তর করে বরিষণ ।
মহাবলী বানর সব সংগ্রামে যুঝায়
গাছ পাত্তর লইয়া সভে করে মার২ ।
খণ্ড২ হইল রাক্ষস তিতিল রক্তেতে
যুদ্ধ সহিতে নারিয়া পলায় চারিভিতে ।
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস গনিয়া প্রমাদ
প্রহস্ত মহাবিনু আর রোষে মহানাদ ।
তিন সেনাপতি করে বাণ বরিষণ
সহিতে না পারিয়া পলায় বানরগণ ।
ত্রাস পাইয়া বানর পলায় লইয়া পরাণ
বানরের ভঙ্গ দেখি রোষে হনুমান ।
যুঝিবারে যায় তবে হনুমান শীঘ্রগতি
নল কুমুদ আর রোষে তিন ব্যক্তি ।
সম্মুখেতে দশ বীরের হৈল দরশন
ছয় বীর ভিড়াভিড়ি দড় বাজে রণ ।
মহানাদ বড় বীর সংগ্রামে প্রচণ্ড
কুমুদ বীরে বিন্ধিয়া করিল খণ্ড২ ।

কুমুদ বীর উপাড়িল পর্ব্বতশেখর
পর্ব্বত লইয়া গেল বীর সংগ্রামভিতর।
এড়িল পর্ব্বতখান লইয়া মহাকোপে
পড়িল যে মহাবীর পর্ব্বতের চাপে।
কুমুদের যুদ্ধেতে পড়িল মহানাদ
মহাবিনু হনুমানে দুই জনে বিবাদ।
কুপিয়া মহাবিনু পূরিল সন্ধান
হনুমান বীরে মারে দুই শত বান।
বান খাইয়া হনুমান মহাকোপে জ্বলে
লাফ দিয়া হনুমান অন্তরীক্ষে চলে।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
মহাবিনুকে মারে বজ্র চাপড়ে।
চাপড় খাইয়া মহাবিনু হৈল অচেতন
সাপটিয়া কোলে করে পবননন্দন।
হনুমান বলে মহাবিনু না হও চিন্তিত
হনুমান নাম মোর তুমি হও মিত।

এতেক আশ্বাস বীর দিয়া তার তরে
আচাড়িতে লইয়া যায় পর্ব্বত ওপরে।
মহাবিনু বলে তখন হনুমানের পাশে
মিত্র বধ করিতে তোমায় যুক্তি না আইসে।
তেকারনে তোমার ঠাঁই পাইব পরিত্রান
মহাবিনুর কথা শুনি হাসে হনুমান।
রাক্ষসের সনে মোর কিসের মিতালি
বজ্র চাপড়ে তার ভাঙ্গে মাতার খুলি।
দুই সেনাপতি পড়িল প্রহস্ত তাহা দেখে
বজ্রাঘাত পড়ে যেন প্রহস্তের বুকে।
কুপিল প্রহস্ত বীর জ্বলন্ত আগিনি
নীল সেনাপতি বিন্ধে পরমসন্ধানি।
বান খাইয়া নীল বীর হইল কাতর
ওপাড়িল শালগাছ ওষ্ঠ তরুবর।
এড়িলেক শালগাছ দিয়া এক টান
প্রহস্তের বানে গাছ হইল খানখান।
শালগাছ কাটা গেল নীল ফাঁফর
ওপাড়িয়া আনে বীর পর্ব্বতের পাতর।

এড়িল পাত্তরখান শব্দ গেল দূর
রথের সনে প্রহস্ত বীরে ঠায় করে চুর।
রন জিনি নীল বীর ছাড়ে সিংহনাদ
সুগ্রীব রাজার ঠাঁই পাইল প্রসাদ।
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাজার গোচর
প্রহস্ত পড়িল বর্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
রাজার মাম্মা প্রহস্ত রাজ্যের ঠাকুর
শুনিয়া বিস্ময় হইল যত মহাসুর।
রাবন বলে যে বীর ধনুক ধরিতে জানে
ছোট বড় যত বীর চল আমার সনে।
বড়২ বীর পাঠাই বড় করিয়া মনে
ফিরিয়া না আইসে কেহ যেই যায় রনে।
চারি বীর পড়িল মোর রাজ্যের চুড়ামনি
আর কারে না পাঠাব যাইব আপনি।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
যুঝিতে চলিল তারা রাবনসংহতি।
হস্তী ঘোড়া চড়ে কেহ কেহ রথে চড়ে
বিংশতি প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।

কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনি
রাবনের বাদ্য বাজে সাত অক্ষৌহিনী।
গড়ের বাহির হয় ছত্র শোভে সারি২
ফুটিল কমল যেন ভরিল পুখরী।
রথের তেজে আলো করে সকল লঙ্কাপুরী
আকাশমণ্ডলে যেন পড়িছে বিজুলি।

ধনুক বামেতে ধরি শ্রীরাম বিস্ময় করি
শুন হে রাক্ষস বিভীষন
অন্ধকার চারি ভিতে সূর্য্য নাহি প্রকাশিতে
রণমধ্যে আইল কোন জন।
বিভীষন বলে বানী শুন প্রভু রঘুমনি
রণে আইল রাজাত রাবন
শুন প্রভু রঘুনাথে ঐ দেখ পুষ্পক রথে
দশ মুণ্ড বিং-শতি লোচন।
রত্ন মুকুট শিরে ছত্র শোভে ওপরে
মনি মুক্তা করে ঝলমল

ত্রিমির করয়ে নাশ যেন চন্দ্র পরকাশ
শোভা করে কর্নের কুণ্ডল।
রাম বলেন বিভীষন ঐযে রাজা দশানন
যোগ্য বটে লঙ্কার অধিকারী
কুবুদ্ধি পায় দিনে২ দেবকন্যা হরে আনে
পরনারী কেন করে চুরি।
ব্রহ্মার সেবা করিয়া ব্রহ্মার বর পাইয়া
ব্রহ্মমায়া কিছু নাহি জানে
শুন মিতা বিভীষন রাবন হয় এই জন
সত্য২ মারিব রাবনে।
লক্ষ্মন বলেন বিভীষন ঐযে রাজা রাবন
কে২ আর ওহার সংহতি
বিভীষন বলে রথে ঐ দেখ ইন্দ্রজিতে
ইন্দ্র বিজয়ী সেনাপতি।
ঐযে দেখ দেবান্তক তার কাছে নরান্তক
অতিকা ত্রিশিরা কুমার

কুম্ভ নিকুম্ভ দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণের তনয়
তালজঙ্ঘ যম অবতার।
শোনিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ তার কাছে মকরাক্ষ
অরবিন্দুশত্রু বিনাশ
সরস্বতীর চরন করিয়া স্মরন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস।

বিভীষন জানে ভাল কটকবিচার
রাম বলেন বিভীষন হও আগুসার।
এত বার্ত্তা পুছেন যদি রঘুবংশের নাথ
কটক চিনায় বিভীষন তুলি ডাহিন হাত।
হাতের ধনুক বান কনকর চিত
রাজার ডাহিন ভাগে কুমার ইন্দ্রজিত।
মেঘবর্ন ইন্দ্রজিত তাম্র লোচন
নাগপাশে বান্ধিয়া ছিল তোমা দুই জন।
ইন্দ্রসদৃশ ধনুঃ ধরিয়াছে হাতে
অতিকা বীর দেখ কাঞ্চনের রথে।

দেব গুরুভক্ত অতিকা ওহার নাম
ধার্ম্মিক নাহি কেহ অতিকাসমান।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে হাতির পৃষ্ঠে রথে স্থির
নানা অস্ত্র জানে অতিকা পূর্ণ শরীর।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়ি হাতে ধনুঃ শর
দেবান্তক নরান্তক রাবনকুমার।
মাতায় মুকুট ধরে মনি মানিক হিরা
দিব্য রথে দেখ ঐ কুমার ত্রিশিরা।
রাজার তনয় দেখ পরিচ্ছদ ধারী
রাজার ভাইপো সব দেখ সারি২।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্নের নন্দন
রাজার গোচরে বেড়ায় ভাই দুই জন।
মহোদর মহাপার্শ ভাই দুই জন
রাজার মাতুলপুত্র এই করে মহারন।
হস্তির উপর সব দেখ বীরঘটা
তার উপর অস্ত্র দেখ খয়েরের বেটা।
পুষ্পক রথে চড়িয়াছে মাতায় ধরে ছাতি
ঐ দেখ রাবন লঙ্কার অধিপতি।

দশ কপালে মানিক করে ঝলমল
রত্নে নির্ম্মিত শোভে কর্নের কুণ্ডল।
মেঘের বিজলি দেখ গলার গুত্তরি
মৃগবৃন্দ কস্তুরী কুমঽ চন্দন পরি।
নানা অস্ত্র কাছে আছে বিচিত্রের বেশে
রাবন চাহিছে রাম না আখি নিমেষে।
যতেক সাজিয়াছে রাবনের সেনাপতি
রূপে আলো করে যেন পুর্নিমার রাত্রি।
রাম বলেন শুন রাক্ষস বিভীষন
ইন্দ্র হৈতে অনেক গুনে লঙ্কার রাবন।
হেন সম্পদ রাবন রাজা মজায় কেনে
আমার হাতে মরন উহার দৈবের ঘটনে।
রাবনের সম্পদ দেখি মম পরিতোষ
হেন সম্পদ মজায় রাবন চিত্তে অসন্তোষ।
পতিব্রতা স্ত্রী হরে সহিতে না পারি
রাবনের অপরাধে মজিল লঙ্কাপুরী।
রাবন দেখিয়া সুগ্রীব জ্বলিল কোপে
দুই রাজার যুদ্ধ বাজিল এক চাপে।

পর্ব্বত ধরিয়া সুগ্রীব দিল এক টান
এক টানে আনিল পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
পর্ব্বত লইয়া সুগ্রীব কুপিয়া গেল রোষে
এড়িল পর্ব্বতখান রাবন উদ্দেশে।
যমদণ্ড হেন বান এড়ে লঙ্কেশ্বর।
দশখান করি ফেলে সুগ্রীবের পাতর।
ব্যর্থ গেল সুগ্রীবের পাতর বরিষন
কোপেতে ধনকে বান যুড়েত রাবন।
সন্ধান পুরিয়া বান যুড়িল ধনুকে
তিন শত বান মারে সুগ্রীবের বুকে।
বান খাইয়া সুগ্রীব রাজা হইল অচেতন
মহাকাতর হইল ভাগ্যে রহিল জীবন।
রাজা হইয়া হারে কটক না ধরে টান
কোপে রাম আগুসরে পুরিয়া সন্ধান।
সন্ধান পুরিয়া যান রাম মারিতে রাবন
হেনকালে রামের তরে বলেন লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন বলেন গোঁসাঞি তোমার রন থাকুক
মারিব রাবন রাজা দেখহ কৌতুক।

আজ্ঞা কর প্রভু রাম দেখ সংগ্রামরঙ্গ
রনমধ্যে মারিয়া পাড়ি রাবন রাক্ষস।
রাম বলেন রাবন রাজা বড়ই কর্কশ
হেনজনের সনে যুদ্ধ বড়ই সাহস।
শ্রীরামের পদধুলা লক্ষ্মন লৈয়া মাতে
যুঝিবারে যান লক্ষ্মন ধনুক বান হাতে।
যুঝিবারে যান লক্ষ্মন পুরিয়া সন্ধান
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান।
সেবক থাকিতে কেন ঠাকুর করিবে রন
হনুমান নাম মোর বৃথাই জীবন।
দুই ভাইয়ের পদধুলি হনু লৈল মাতে
লাফ দিয়া চড়ে গিয়া রাবনের রথে।
সম্মুখে দাণ্ডায় বীর পরমসন্ধানি
সারথির হাতে হইতে লইল পাঁচনি।
দেব দানব জিনিস পাইয়া ব্রহ্মার বরে
মোরচাঁই পড়িলে আজি যাবে যমঘরে।
হের বুক দেখ মোর কৈলাশের গোড়া
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।

হাতের অঙ্গুলি দেখ বজ্রের সার
নখগুলা দেখ মোর সর্পের আকার।
মোর ঠাঁই পড়িলে তোর নাহিক নিস্তার।
রামের আজ্ঞায় পাঠাইব যমদ্বার।
মরনবার্ত্তা না জানিস বুদ্ধির কারন
একারনে আজি তোর লইব জীবন।
রাবন বলে তোর যত শক্তি আছে হান
তোর ঘা সহিয়া তোর লইব পরান।
হনুমান বলে তোর বল বুঝিব এখন
পূর্ব্বে তোরে হানিয়াছি করহ স্মরন।
অক্ষয় কুমার মারিয়া বাড়াইয়াছি শোক
সেই শোক পাইয়া তোর শূন্য হৈল বুক।
কোপেতে আপনা পাসরে হনুমান
রাবনের বুকে চাপড় মারে বজ্রসমান।
চাপড় খাইয়া রাবন রাজা কাঁপে থর২
টিটকারি দেয় তখন সকল বানর।
সম্বিত পাইয়া ওঠে রাজা লঙ্কেশ্বর
ডাক দিয়া হনুমানে বাখানে বিস্তর।

রাবন বলে হনুমান তুমি বড় বীর
তোর চাপড়ে মোর কাঁপিল শরীর।
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান
মোর চাপড়ে তোর রহিল পরান।
তোর রথে চড়িয়া তোরে মারিয়াছি চাপড়
অবশ্য হানিবে মোরে পাইলে নিয়ড়।
লোহিত লোচনে চাহে রাজাত রাবন
কোপে কড়মড়ায় দুইপাটি দশন।
হনুমানের বুকে মারে বজ্রমুকটি
রথে হইতে পড়িয়া বানর করে ছটফটি।
ভূমেতে পড়িয়া বীর চাকডাঁগুড়ি বুলে
হনুমান এড়িয়া বিন্ধে সেনাপতি নীলে।
সম্বিত পাইয়া বীর ওঠে ততক্ষন
ডাক দিয়া বলে হনু শুনরে বচন।
এক চাপড় মারি তুমি পাইলা বড় আস
এইবার যুদ্ধে তোমা করিব নিরাস।
তোমার আমার যুদ্ধ হইতেছে দুই জনে
নীল সেনাপতি তুমি বিন্ধ কি কারনে।

শুন রে রাবন কেশ অন্যায় এমন
আমা ছাড়ি নীল বীরে বিন্ধ অকারন।
কি বুদ্ধি তোমার আমি বলিতে না পারি
কোন বুদ্ধে যাও তুমি কনকলঙ্কাপুরী।
দেব দানব জিনিলা তুমি জিনিলা শমন
ইন্দ্ররাজ জিনিলা তুমি বরুন পবন।
সর্ব্বত্র জিনিলা তুমি পাইয়া ব্রহ্মার বর
বানরের সনে যুদ্ধ যাবে যমঘর।
বানরের যুদ্ধ তোমায় হইবে বিদিত
তোমার অঙ্গেতে কিছু আছয়ে চিহ্নিত।
বানরের রাজা বালি দেখহ নয়নে
তার লেজে বান্ধা ছিলে জানে জগজ্জনে।
তোমার গলে লেজের চিহ্ন অদ্যাবধি আছে
পুনশ্চ মরিতে আইলা বানরের কাছে।
অস্ত্র ধরিতে না জানি মোরা হই বানরজাতি
তেকারনে এতক্ষন তোর অব্যাহতি।

অস্ত্র ধরিতে না জানি গাছের বাড়ি না আঁটে
পাঠাইব তোমা আজি শমননিকটে।
হেনে রে রাবন তুই হইয়া না মরিলি
লক্ষ্মী অবতার সীতা হরিয়া আনিলি।
সীতা স্ত্রী হরিষ আর তপের তপস্বিনী
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড় বুদ্ধিনী।
সর্ব্বক্ষণ না ফলে গাছ সময় হৈলে ফলে
তোর কপালে ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে।
সীতার শাপেতে তোর নাহিক নিস্তার
কনকলঙ্কাপুরী তোর হৈল ছারখার।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ হৈলেন অবতার
সবংশে রাক্ষসকুল করিবেন সংহার।
সীতা দেবির শাপে তোর আয়ুঃশেষ
রঘুনাথের বানে যাবে শমনের দেশ।
ইন্দ্রজিতার বড়াই করিস শুন রে রাবন
ইন্দ্রজিত অতিকায় মারিবেন লক্ষ্মন।
তোরে আর কুম্ভকর্ণে মারিবেন রঘুমনি
আমরা লৈব অপর রাক্ষসের প্রানী।

মহাপাপের পাপী তুই শুন রে রাবন
একের সনে যুদ্ধ কেন বিন্ধ আর জন॥
আমার শরীরে তুমি মারিলা চাপড়
তোমারে পাঠাব আমি শমননিয়ড়॥
এতক্ষন পাঠাইতাম শমননগর
বিক্রমের বড়াই কর শুন রে বর্ব্বর॥
তোমার বিক্রম যত তাহা আমি জানি
অক্ষয়কুমারের তোর লৈলাম পরানী॥
কনকলঙ্কাপুরী তোর পোড়াইনু অনলে
অন্য জন হৈলে প্রবেশ করিত পাতালে॥
অশেষ পাপের পাপী তুই পাপী জন
নীলের সনে যুদ্ধ তোর কোন প্রয়োজন॥
ক্ষত্রি হৈয়া নয় তোর ক্ষত্রির আচরন
আমার সনে যুদ্ধ নীলে বিন্ধ কিকারন॥
হনুমান যত বলে রাবন নাহি শুনে
নীল সেনাপতি বিন্ধে আপনার মনে॥
নীল বীর উপাড়িল পর্ব্বতের চূড়া
রাবনের বানেতে পর্ব্বত হৈল গুড়া॥

বাজিয়া বান এড়ে রাবন চোখ২ শর
বিন্ধিয়াত নীল বীরে করিল জর্জ্জর।
আপনার রক্তে নীল আপনি সে তিতে
কোন যুদ্ধে জিনিব রাবন মনে২ চিন্তে।
আছিলত নীল বীর পর্ব্বতদেওল
মায়া পাতিয়া বীর হইল নেওল।
নেওলপ্রমান হৈল বীর মায়ার তেজে
লাফ দিয়া ওঠে রাবনের রথের ধ্বজে।
রথের ওপর ওঠে তিলেক নাই ডর
নীলের বিক্রমে কাঁপে রাজা লঙ্কেশ্বর।
নীলে মারিতে রাবন ধনুকে বান যোড়ে
লাফ দিয়া নীল বীর ধনুকের হুলে চড়ে।
মাতা তুলি চাহে বীর ধনুকের হুলে
হুল এড়িয়া বীর মাতার ওপর বুলে।
কুড়ি হাতে ধরিতে চাহে রাজাত রাবন
মাতা এড়িয়া মকুটে বসিল ততক্ষন।
রাবনের মাতার মুকুট পোড়ে সারি২
দশ মুকুট চাপিয়া বুলে কিছু করিতে নারি।

রাবনের দশ মুকুট চাঁটিয়া বুলে
বীরদাপ করিয়া তখন রাবনেরে বলে।
তুইত রাবন রাজা বিক্রমে বড় শীল
আমার তরে বলি সে সেনাপতি নীল।
ত্রিভুবনে জানে তোরে রাজা লঙ্কেশ্বর
রামের সেবক আমি মর্কট বানর।
কতবার লনু তোরে মার্গের যে তল
কি করিতে পার দেখি বুঝি তোর বল।
ক্ষনে ধ্বজে ক্ষনে মুকুটে ক্ষনে হনুস্থলে
তিন ঠাঁই চাটিয়া বীর নাটাই যেন বুলে।
এক ঠাঁই না থাকে বানর দেখিতে না পায়
মন পাকে বুলে রাবন চারিদিগে চায়।
রাবন বলে বানরার শীঘ্র গমন
চাহিতে চাহিতে পলায় না পাই দরশন।
একবার দেখিতে পাই চক্ষুর নিমেষে
বানে বিন্ধিয়া তবে পাড়ি অনায়াসে।

অগ্নির বেটা নীল বীর মায়ার নিদান
পাতিল নেঙল মায়া বুলে স্থানেস্থান।
নীলের বিক্রম বটে দুর্জ্জয় প্রতাপ
রাবনের মাতা চড়িয়া করিল প্রস্রাব।
মুকুটে বসিয়া রাবনের মাতা চরে মোতে
মুখ বাহিয়া পড়ে গায়ের কাপড় তিতে।
মুতের ধারা রাবনের পড়ে চারিভিতে
তিলক চন্দন রাজার ভাসে যায় স্রোতে।
দেখিয়া বানরকটক দিল টিটকারি
এই রাবন রাজা তুমি লঙ্কার অধিকারী।
এক বানরে তোর এত অপমান করি
মাতায় ওঠে বানর মুতে কিছু করিতে নারি।
দিগ্বিজয়ী রাবন কেন নাম ধর
বালিঘট করিয়া সাগরের জলে মর।
বানরের বচনে রাজা হইল লজ্জিত
ধরিতে না পারে বানর বুলে সাবহিত।
ধনুকে বান যুড়ি রাবন আছে সাবধানে
দেখিতে না পায় বানর থাকে কোনখানে।

লাফিয়া বেড়াইতে রাবন পাইল ছায়া
ছায়া দেখিয়া বান মারিল চুর হৈল মায়া।
বান খাইয়া নীল বীর পড়ে ভুমিতলে
ভাগ্যে প্রান রক্ষা পাইল বাপের পুন্যফলে।
অচেতন হৈল নীল যেন নিদ্রায় ভোলা
গোটাচারি বানর লয় করি পাথালিকোলা।
দেখিল সুষেন বৈদ্যরির নন্দন
ঔষধি দিয়া ঘুচাইল নীলের বেদন।
বড়২ সেনাপতি হইল রনেতে বিমুখ
সন্ধান পুরিয়া লক্ষ্মন হইল সম্মুখ।
লক্ষ্মন বলেন তোমা বীরে ত্রিভুবন জিনি।
তোর সঙ্গে আজি আমি করিব হানাহানি।
রাবন বলে তোমা পাইলে অন্য নাহি চাই
মোর ঠাঁই পড়িলে তুমি যাবে যমের ঠাঁই।
এত যদি দুই জনে হইল বোলচাল
দুই জনে যুদ্ধ বাজে অগ্নির ওযাল।
এককালে লক্ষ্মন বীর তিনশত বান যোড়ে
দেখিয়া রাবন রাজা বানে কাটি পাড়ে।

বাঁন ব্যর্থ করিয়া কষিল রাবন
লক্ষ্মনের উপরে করে বাঁন বরিষন।
চৌদ্দ বাঁন যুড়িলেক তারা যেন ছোটে
চৌদ্দ বাঁন বাজে গিয়া লক্ষ্মনের ললাটে।
ললাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা
লক্ষ্মনের ললাটে যেন রক্তপদ্মমালা।
ঝনঝনা পড়িল যেন লক্ষ্মনের দৃষ্টি
সুশীল হইল বীরের হাতের মুষ্টি।
আপনা সম্বরিয়া লক্ষ্মন স্থির করে বুক
রাবনের কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
হাতের ধনু কাটা গেল রাবন নাহি চিন্তে
চক্ষুর নিমেষে আর ধনুক নিল হাতে।
দুই বীর বাঁন বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দুই জনে দোঁহা বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
দুই জন বাঁন বরিষে নাহি লেখাজোখা
দুই জনে বাঁন বরিষে যার যত শিক্ষা।
দেব অস্ত্র গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যেই যত জানে
অন্যাং দুই জনে বাঁন বরিষনে।

দশ দিগ জল স্থল বানে হৈল অন্ধকার
দুই জনে বানে বানে না দেখে নিস্তার।
লক্ষ্মন বীর বান এড়ে রনেতে প্রচণ্ড
বানেতে কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড।
অষ্ট বান এড়েন ধনুকে দিয়া চড়া
অষ্ট বানে কাটিল রথের অষ্ট ঘোড়া।
সারথি ঘোড়া পড়িল রথ হইল বিরথি
আর ঘোড়া রথে যোড়ে আর সারথি।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন তারা যেন ছোটে
রাবনের হাতের ধনু আরবার কাটে।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন পড়িল ঝনঝনা
বান খাইয়া রাবন রাজা পাসরে আপনা।
লক্ষ্মনের বানে রাবন হৈল অচেতন
চেতন পাইয়া রাজা ভাবে মনেমন।
কোন যুদ্ধে জিনিব রাবন ভাবে মনেমনে
ব্রহ্মার বর তখন তার পড়িল যে মনে।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া করে অস্ত্র অবতার
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।

বাঁন বাথ´ করিয়া কহিল রাবন
লক্ষ্মনের উপরে করে বাঁন বরিষন।
চৌদ্দ বাঁন যুড়িলেক তারা যেন ছোটে
চৌদ্দ বাঁন বাজে গিয়া লক্ষ্মনের ললাটে।
ললাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা
লক্ষ্মনের ললাটে যেন রক্তপদ্মমালা।
ঝনঝনা পড়িল যেন লক্ষ্মনের দৃষ্টি
সুশীর হইল বীরের হাতের মুষ্টি।
আপনা সম্বরিয়া লক্ষ্মন স্থির করে যুক
রাবনের কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
হাতের ধনু কাটা গেল রাবন নাহি চিন্তে
চক্ষুর নিমেষে আর ধনুক নিল হাতে।
দুই বীর বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দুই জনে দোঁহা বিন্ধি করিল জর্জ্জর।
দুই জন বাঁন বরিষে নাহি লেখাজোখা
দুই জনে বাঁন বরিষে যার যত শিক্ষা।
দেব অস্ত্র গন্ধর্ব্ব অস্ত্র যেই যত জানে
অন্যঃ দুই জনে বান বরিষনে।

দশ দিগ জল স্থল বানে হৈল অন্ধকার
দুই জনে বানে বানে না দেখে নিস্তার।
লক্ষ্মন বীর বান এড়ে রনেতে প্রচণ্ড
বানেতে কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড।
অষ্ট বান এড়েন ধনুকে দিয়া চড়া
অষ্ট বানে কাটিল রথের অষ্ট ঘোড়া।
সারথি ঘোড়া পড়িল রথ হইল বিরথি
আর ঘোড়া রথে যোড়ে আর সারথি।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন তারা যেন ছোটে
রাবনের হাতের ধনু আরবার কাটে।
আর বান এড়েন লক্ষ্মন পড়িল ঝনঝনা
বান খাইয়া রাবন রাজা পাসরে আপনা।
লক্ষ্মনের বানে রাবন হৈল অচেতন
চেতন পাইয়া রাজা ভাবে মনেমন।
কোন যুদ্ধে জিনিব রাবন ভাবে মনেমনে
ব্রহ্মার বর তখন তার পড়িল যে মনে।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া করে অস্ত্র অবতার
এড়িলেক শেলপাট দিয়া হুহুঙ্কার।

অগ্নি সম শেলপাট আইসে সত্বর
শেলপাট দেখি লক্ষ্মণ হইল কাতর।
অগ্নি অবতার বাণ এড়িল সত্বরে
রাখ্যা না যায় শেলপাট ব্রহ্মার বরে।
পবনবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের উপরে
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলপাটভরে।
লক্ষ্মণে মারিয়া শেল গেল রাবণ পাশে
অচেতন হৈল লক্ষ্মণ ঘন বহে শ্বাসে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর দেখিল রাবণ
রথ হৈতে ওলিয়া বীর ধরে ততক্ষণ।
রথে তুলিয়া লক্ষ্মণে লঙ্কা লইতে চায়
কুড়ি হাতে টান পাড়ে নাড়া নাই যায়।
নাড়িতে লক্ষ্মণের না পারে কলেবর
তুলিতে না পারি লঙ্কা পাইল বিস্তর।
রাবণের কোলে লক্ষ্মণ হৈল বিশ্বম্ভর
মনেমনে চিন্তে এখন রাজা লঙ্কেশ্বর।
সুমেরু হিমালয় আমি তুলিলাম মন্দার
তাহার অধিক হইল লক্ষ্মণের ভার।

এত যদি মনেং চিন্তিল রাবন
দুরে হৈতে দেখে তাহা পবননন্দন।
ধাইয়া গেল হনুমান তাহার নিয়ড়
রাবনের পৃষ্ঠে মারে বজ্র চাপড়।
হনুমানের চাপড় খাইয়া শঙ্কা লাগে চিত্তে
রথের ওপর রাবন ওঠে অস্তেব্যস্তে।
হনুমান বলে মোর হইল এই বেলা
লক্ষ্মন লইয়া যাই করিয়া পাথালিকোলা।
বৈরি ছুইলে লক্ষ্মন হন বিশ্বম্ভর
সেবক ছুইলে হন তুলার দোসর।
লক্ষ্মন এড়িন লইয়া রঘুনাথের পাশে
বেয়ানে জীয়ান রাম কেবল বিষ্ণু অংশে।
লক্ষ্মন জিনিয়া রাবন ওঠে আপন রথে
মহাক্রোধে ডাক দিয়া বলেন রঘুনাথে।
রাবন মারিতে রাম পুরিল সন্ধান
হেনকালে রামের তরে বলে হনুমান।
রথে হৈতে রাবন যুঝে শ্রম নাই জানে
ভুমে হৈতে যুঝিবে না লয় মোর মনে।

মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহন
আমার পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রভু মারহ রাবন।
হনুমানের পৃষ্ঠে চড়িল হাতে ধনুঃশর
ঐরাবত্ত পৃষ্ঠে যেন দেব পুরন্দর।
রাবন দেখিয়া রঘুনাথ বলে থাক২
যত দুঃখ দিয়াছিস ভুঞ্জিবে বিপাক।
দশ মাতা সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে
দশ মাতা কাটিব আজি চোখ২ শরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যদি হয়েন সুখী
মোর ঠাই পড়িলে আজি কার বাপে রাখি।
জিনিলা হেন বাস তুমি জিনিয়া লক্ষ্মন
লক্ষ্মন না যোবেন তোর বিচকে বাণ্ডন।
নানা বর্নে রাবন রাজা যত বান এড়ে
কোপে হনুমান বীর আকাশেতে চড়ে।
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর
সত্তরি যোজন হৈল ওভেতে দীর্ঘল।
দীর্ঘল লেজ করিলেক যোজন পঞ্চাশ
লেজ দেখিয়া রাবন পাইল তরাস।

হনুমান বিন্দে রাবন দেখেন শ্রীরাম
রাবন মারিতে রাম পুরিল সন্ধান।
ঐষিক বান রাম যুড়িল ধনুকে
সন্ধান পুরিয়া মারেন রাবনের বুকে।
আনের বানে রাবনের কিছু করিতে নারি
রামের বান খাইয়া রাবন ঘন পাকে ফিরি।
ডাকিয়া বলেন রাম শুন রে রাবন
মরা বান খাইয়া কেন হইলা অচেতন।
ব্রহ্ম অস্ত্র আমি যখন পুরিব সন্ধান
এক বানে রাবন তোর লইব পরান।
অনেক যুদ্ধ করিলে তুমি অনেক বীর মারি
আজিকার যুদ্ধে তোর প্রান নাই মারি।
আজি তুমি ঘরে যাহ রাজাত রাবন
আরবারে রাবন তোর বধিব জীবন।
আজিকার যুদ্ধে তোর করিব বংশনাশ
সবংশে রাবন তোমায় করিব বিনাশ।

মাতা না কাটিব আজি কাটিব মাতার কেশ
লঙ্কার ভিতর লৈয়া যাহ আমার সন্দেশ।
রাক্ষস রাবন রামের বাক্য শুনে
অর্দ্ধচন্দ্র বান যোড়ে ধনুকের গুনে।
দশ দিগ আলো করিয়া রামের বান ছোটে
অর্দ্ধচন্দ্র বান গিয়া দশ মুকুট কাটে।
মাতায় হাত দিয়া চাহে মুকুট গেল কাট
পলায় রাবন রাজা নাই দেখে বাট।
দশ মুকুট কাটা গেল খসিল মাতার পাগ
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস নাই পায় লাগ।
রথখান চালাইল রথের সারথি
লঙ্কাপুরী পলাইয়া গেল শীঘ্রগতি।
ত্রাস পাইয়া রাবন গেল লঙ্কার ভিতর
ধরং ডাক ছাড়ে সকল বানর।
লঙ্কার ভিতর সিংহাসনে বসিল রাবন
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা করেন কথন।
আপনার পরাজয় মানিল আপনি
সিদ্ধ পুরুষ যত বলিল এখন মনে গনি।

মহাদেব সম্ভাষণে গেলাম কৈলাশশেখরে
নন্দি নামে দেখিলাম প্রভুর দ্বারে ।
বানর হেন দেখিলাম নন্দি নামে দ্বারী
বানরমুখ দেখিয়া দিলাম টিটকারি ।
নন্দি নাম মহাদেবের দ্বারী মোরে বলি
আমার সনে রাবন রাজা কেনে কর টোলি ॥
বানরমুখ দেখিয়া মোরে কর উপহাস
এই মুখে করিবে তোমার বংশনাশ ।
যত শাপ দিল মোরে নন্দি নামে দ্বারী
তার শাপে নর বানরের হাতে মরি ।
বিস্তর তপ করিনু মুই হইতে অমর
অমর হইতে বৃহ্মা নাহি দিল বর ।
অমর নহিলাম মোর অবশ্য মরন
বৃহ্মার স্থানে জিজ্ঞাসিনু মারিবে কোন জন ।
দেব দানব গন্ধর্বে আমার নাহি ডর
সবংশে মারিবে তোমায় নর বানর ।
বৃহ্মা যত বলিল কিছু নহিল আন
এত কালে রাবন রাজা পায় অপমান ।

সর্ব্বাঙ্গ পোড়ে মানুষ বেটার অপমানে
আমি হারিলাম আর বুঝিব কোন জনে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন জাগাইব তারে
সে ভাই থাকিতে মোর এত বীর মরে।
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে
অর্দ্ধ লঙ্কা যায় মোর কুম্ভকর্নের ভোগে।
পাঁচ মাস নিদ্রা গেল এক মাস আছে
আজি লঙ্কা মজিল কালি কি করিবে পাছে।
কুম্ভকর্ন চিয়াইতে করহ যতন
প্রানশক্তি মারিয়া তোলে নিদ্রায় অচেতন।
কাতর হইয়া বলে রাজা লঙ্কেশ্বরে
তিন লক্ষ রাক্ষস গেল কুম্ভকর্নের ঘরে।
ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার
সুগন্ধি কুমকুম চন্দন আনে ভারেভার।
পালে২ হরিনী আনে অনেক মহিষী
ভক্ষ্য দ্রব্য বহে রাক্ষস রাখে রাশি২।
সোনার দিগড়ি ঘর দেখিতে রূপস
চারি যোজন ঘর চালে শোভয়ে কলস।

সোনার খাটপাট তাহে নেতের তুলি
তাহাতে নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ মহাবলী।
নাকের শ্বাস বহে যেন দারুন মেঘের ঝড়
কোন রাক্ষস হইতে নারে দ্বারের নিয়ড়।
কাঁত হিরিয়া দ্বারের পাইল উপদেশ
অনেক যতনে ঘরে করিল প্রবেশ।
ঘরে লইয়া গেল মদ্য সাত শত কলসি
পর্ব্বতপ্রমান থুইল মাংস রাশিং।
কুম্ভকর্ণের মূর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর
আছুক অন্যের কায রাক্ষসে লাগে ডর।
গায়ের লোমাবালি তাল খাজুরপ্রমান
পাতালছেন মুখ দেখিলে উড়ে প্রান।
মাল্য দেয় পরায় বস্ত্র জ্বালে ধুপ ধুনা
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারে কোন জনা।
চন্দনের ছড়া চালে বিছায় বিয়নি
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে তবে অনেক বাদ্য আনি।

ঢাক দুন্দুভি আনে কড়াত মাদল
জগাত ডিম্ডিমি বাজে কংশ করতাল।
হাতির অঙ্কুশ মারে ঘোড়ার কড়িয়ালি
ছাগোল গাড়র লইয়া কানের খাটে ফেলি।
বিপরিত ডাক ছাড়ে কানের নিকটে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন সুবর্নের খাটে।
রাক্ষসের মহারোল বাদ্য ম্রিশাল
দশ হাজার ডেঁডু বাজে ফুকরে কাহল।
গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় কিছুই না শুনে।
রাজার দুত আইল বার্ত্তা জানিবারে
রাজার আজ্ঞা পাইয়া তারা চারি দিগে মারে।
রাজার ভাই বলিয়া কেহ নাহি করে ডর
বুকের উপর তুলে মারে গাছ পাতর।
চিয়াং বলিয়া কেহ দুই হাত নাড়ে
ঝাটি ঝকড়া কাঁটা সর্ব্বাঙ্গেতে ফোড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ কাটিল কেহ রক্তে তোল বোল
কুম্ভকর্নের ঘরে ওঠে ক্রন্দনের রোল।

মাতায় হাত দিয়া কেহ করিছে ক্রন্দন
সভে বলে বুঝি ভাই মরিল কুম্ভকর্ণ।
এক রাক্ষস ছিল বুদ্ধেতে আগল
কুম্ভকর্ণের নাকে চক্রায় দশহাজার ছাগল।
নাকের ভিতর ছাগল নাড়িয়া বেড়ায় ঘুর
নাকের নিশ্বাসে ছাগল গেল অনেক দুর।
পালে২ ছাগল বেড়ায় নাকের নিশ্বাসে
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় কিছুই না জানে।
মহোদর বলে ভাই যুক্তি অনুমানি
লঙ্কার ভিতর হইতে ভাই আনহ কামিনী।
স্ত্রী সব শোয়াও লইয়া কুম্ভকর্ণের পাশে
আপনি জাগিবে বীর স্ত্রীর পরশে।
এত বলিয়া কটক সব ধাইল সত্বর
ইন্দুবিদ্যাধরী বাছিয়া আনিল বিস্তর।
স্ত্রী সব শোয়াও নিয়া কুম্ভকর্ণের কোলে
কহত লেপন করে চন্দন অগোর শীতলে।
তার তরে কন্যা সব করে আলিঙ্গন
অতি সুশীতল লাগে কন্যা পরশন।

একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীর গন্ধ পাইয়া
জাগিয়া উঠিল বীর গামোড়া দিয়া।
ভূমিকম্প হইলে যেন পর্ব্বত নড়ে
ত্রাস পাইয়া কন্যা সব পালায় ঊভ রড়ে।
নাকের নিশ্বাসে বহে দারুণ মেঘের ঝড়
ত্রাস পাইয়া কন্যা সব উঠি দিল রড়।
মহোদর বলে ভাই যুক্তি অনুমানি
মদ্য মাংসের সব ঘুচাও ঢাকুনি।
কুম্ভকর্ণেরে চিয়াইতে নারে কোন বন্ধে
আপনি চাহিবে বীর মদ্য মাংসের গন্ধে।
অনন্ত বাসুকী যেন মেলিলেক হাঁই
চন্দ্র সূর্য্য হেন চক্ষু চারি দিগে চাই।
শয্যায় বসিয়া বীর চক্ষে দিল পানি
স্নান করি পরিল বিচিত্র পাটখানি।
আগে মদ্য পীয়ে বীর ভরিয়া বাটা২
দশ হাজার পশু খায় মনুষ্য আশি গোটা।
হরিণী শূকর সব সাপটিয়া ধরে
সাত হাজার আট হাজার গেলে একবারে।

কুম্ভকর্ণ বলে মুই জানিনু অনুমানে
বাদ বিসম্বাদ পারা হইল কার সনে।
অকাল নিদ্রা ভাঙ্গাইলা এই সে ভাবনা
কোন লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে আইসে হানা।
ইন্দ্রের থাকুক যদি আপনি যম আইসে
দুই হাতে সাপটিয়া গিলিব গরাসে।
পবস্কর নামে ছিল কটক প্রবীন
যোড়হাত করিয়া কুম্ভকর্ণের বিদ্যমান।
দেবেরে কোপ না করিহ দেবের নাই ডর
এত প্রমাদ পাড়িল নর আর বানর।
রামের সীতা রাবন রাজা হরিয়া অনে কোপে
হনুমান বানর সাগর ডিঙ্গায় এক লাফে।
সাগর বান্ধিয়া রাম বানর করিল পার
বানরমূর্ত্তি দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
সৈন্য সামন্ত কটক পড়িল বিস্তর
আজিকার যুদ্ধে রাবন আপনি জর্জ্জর।
নর বানর জিনিবেক হেন বীর কই
পাত্র মিত্র সবে ঠাকুর তোমার মুখ চাহি।

কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনিয়া আসি রন
তবে আমি ভেটিব গিয়া রাজাত রাবন।
চলিলত কুম্ভকর্ণ যুঝিবার সাধে
ভাই মহোদর তার পশ্চাৎ বিরোধে।
রাজার আজ্ঞা নাহি তোমায় রনে দিতে হানা
দুই ভাই এক ঠাঁই করহ মন্ত্রনা।
রাজার ঠাঁই দুত গিয়া কহিল সত্বর
কুম্ভকর্ন জাগিল শুনিল লঙ্কেশ্বর।
ভাই দেখিতে রাবনের বাড়ে বড় সাধ
কুম্ভকর্নে কহে গিয়া রাবনের সম্বাদ।
রাজার স্থানে কুম্ভকর্ন যনি চন্দ্র চড়ি
মদ্য পাত্র শূন্য কৈল আশি হাজার জাড়ি।
সেই সব জাড়ির কি কহিব বাখান
পঁচাইশ বন্দে যেন ঘর এক এখান।
কুম্ভকর্নে বার্ত্তা কহে সর্ব্ব লোকে চায়
সূর্য্যের কিরন যেন আচ্ছাদিতে যায়।
অতিশ্রেষ্ঠ লঙ্কার প্রাচীর সোনার গঠন
সত্তরি যোজন প্রাচীর লাগে গগন।

গগনমণ্ডলে লাগে সোনার প্রাচীর
প্রাচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর।
পথ বাহিয়া যায় যেন সুমেরু পর্ব্বত
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া বানরের উঠিল রকত।
দরশনে ভঙ্গ দিল সকল বানর
কেহ২ বলে গিয়া সুগ্রীবগোচর।
গগনে লাগে মাতা এই কোন জনে
রাম সুগ্রীব জিজ্ঞাসেনে রাক্ষস বিভীষণে।
এত দিন ছিল কোথা হেন মহাবীর
ত্রিভুবন জিনিয়া দেখি দুর্জ্জয় শরীর।
হেন বীর থাকিতে কেন সাগর হইনু পার
ইহার হাতে কোন বীর পাইব নিস্তার।
বিভীষন বলে গোসাঞি শুনহ উত্তর
কুম্ভকর্ণ নাম উহার রাবনসহোদর।
আর যত রাক্ষস যুঝে ব্রহ্মার বরে
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপন বাহুবলে
হাতে জাঠায় কুম্ভকর্ণ যখন করে রণ
কুম্ভকর্ণের সম্মুখে খাড়া হইবে কোন জন।

কুম্ভকর্ন জন্মিল যেইত দিবসে
সম্মুখে যত বীর খায় গিলয়ে গরাসে।
দেব গন্ধর্ব্ব আর তপের তপস্বী
ইন্দ্রবিদ্যাধরী আনে অনেক রূপসী।
কোপে ইন্দ্র রাজা বজ্র তুলি হানে
বজ্র খাইয়া বীর কিছু নাহি জানে।
কোপে বীর ঐরাবতের দন্ত উপাড়ি
ইন্দ্রের মাথায় মারে দুহাত্তিয়া বাড়ি।
দেবগন লইয়া ইন্দ্র পলায় ডরে
কুম্ভকর্নের দোষ কহে ব্রহ্মার গোচরে।
হেনকালে দেখি ব্রহ্মা চিন্তিত হইলা
খাইয়া রাক্ষস গেল খায়ানের বেলা।
কুম্ভকর্নের পানে ব্রহ্মার পড়িয়া গেল দৃষ্টি
কোপ করি বলে ব্রহ্মা খাইলি মোর সৃষ্টি।
আমি করিলাম সৃষ্টি তুই ভরিলি উদরে
আরবার করিব সৃষ্টি তোর খাইবার তরে।
গোকর্ন নামেতে পো নিদ্রার মাগ বর
মরা হইয়া নিদ্রা যাও লোকের ঘুচুক ডর।

বৃহ্মার শাপে কুম্ভকর্ণ তখনি পড়ে নিদ্রে
ভাইয়ের নিদ্রা দেখিয়া তখন রাবন কান্দে ।
রাবন বলে গোঁসাঞি সৃজিলা আপনি
ফলের সনে গাছ কাট অপযশ কাহিনী ।
কুম্ভকর্ণ হয় তোমার সম্বন্ধেতে নাতি
হেন শাপ দিতে গোঁসাঞি না হয় যুকতি ।
নিদ্রা যাইবে কুম্ভকর্ণ শাপ নহিবে আন
নিদ্রা জাগরন গোঁসাঞি কর সম্বিধান ।
রাবনের বচনে বৃহ্মা বলেন তখন
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরন ।
সেই দিন করিবেক অদ্ভুত ভক্ষন
ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করিবেক রন ।
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারে অকাল নিদ্রায়
অকালে চিয়াইল ওহায় তোমার শঙ্কায় ।
রামেরে সকল কথা কহিল বিভীষন
কুম্ভকর্ণ গেল তথা ভেটিতে রাবন ।

কুম্ভকর্ণ দেখিয়া রাবন উঠিল কাঁকালি
অনেক দিনের পরে দুই ভাইয়ে কোলাকুলি
কুম্ভকর্ণ কৈল রাজার চরন বন্দন
আশীর্ব্বাদ করিয়া রাবন দিলেক আসন।
কুম্ভকর্ণ বলে রাজা কারে তোমার ডর
আজ্ঞা কর কাহারে পাঠাব যমঘর।
সাগর শুষিব আজি গিলিব অগিনি
খান২ খান২ করিব মেদিনী।
চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই চিবাইব দাঁতে
পৃথিবী পর্ব্বত যত ফেলাইব স্রোতে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী করিব খণ্ড২
ত্রিভুবন উপরে ধরিব ছত্রদণ্ড।
এত বলি কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসে তখন
নর বানরের সঙ্গে বাদ হইল কিকারন।
রাবন বলে নিদ্রা যাও হইয়া অচেতন
কোথা থাকিয়া শুনিবা তুমি যুদ্ধবিবরন।
রাম লক্ষ্মন দুই বেটা গাছের বাকল পরে
বনবাসী হইয়া মাথায় জটা ধরে।

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খর দূষন মারে
শূর্পণখার নাক কাটে রামের সহোদরে ৷
দুই বেটার তরে যোদ্ধাত্রিন বাপে
বনেং ফিরিয়া বেড়ায় বাপের তাপে ৷
হীন জন নাহি রামের সীতামাত্র ভাঁড়া
রাম ভাঁড়িয়া সীতা আনিনু না হিরিনু খাঁড়া ৷
এক শত যোজনের পথ সাগর পাথার
কনকপুরী লঙ্কা আমার সাগরের পার ৷
রাম লক্ষ্মন দুই বেটা যে তপস্বী
এত বানরের ঠাট কোথা হইতে আসি ৷
বুঝিতে না পারি আমি দেবের ঘটনা
সংসারের বানর আইল রামের মন্ত্রনা ৷
ক্ষয় গেল সাগরের যতেক গম্ভীর
আপনার মহত্বে আপনি হইল স্থির ৷
বড়াই এড়িল সাগর মানুষ বেটার আগে
আপনার পরাজয় আপনি সে মাগে ৷
সাগরের বড়াই আছিল তত কাল
গাছ পাতরে সাগরেতে বান্ধিল আঙ্গাল ৷

কালা২ বানরগুলা পর্ব্বত আকার
লঙ্কাপুরী আসিয়া করে মহামার।
লঙ্কায় বীর নাহি ভাণ্ডারে নাহি ধীন
এত বার্ত্তা তুমি না জান নিদ্রার কারন।
আছিল বিভীষন ভাই ধর্ম্ম অধিষ্ঠান
আমাসহিত বিরোধ করি গেল রামস্থান।
কোন বংশে জন্ম তার কার লাগিয়া মরে
মানুষ বেটার সেবা করি জাতিহিংসা করে।
আছিলাম পুরুষ আমি এবেহইলাম নারী
সীতা দিলে গদ্য করিবে দেবপুরী।
আজুক অন্যের কায গদ্য করিবে পুরন্দর
সেই বেটা বলিবেক কাতর লঙ্কেশ্বর।
ত্রিভুবন জিনিনু ভাই তোমার বাহুবলে
নর বানর জিনিয়া দেহ সংগ্রামের স্থলে।
লঙ্কাপুরী যাও তুমি আমার কর হিত
তোমার বিক্রম ভাই ত্রিভুবনে বিদিত।
কুম্ভকর্ন বলে যত তোমার দোষ শুনি
সে সকল কথা তুমি কহিলা আপনি।

মানুষ হইয়া রাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারি
কি বুঝিয়া আন তুমি হেন জনার নারী।
বানর লইয়া রাম যখন সাগর বান্ধিল
সকল লইয়ে ছিলে কেন লঙ্কার যত বল।
আগু বাড়াইয়া সাগরের কূলে না দিলে থানা
সাগর বান্ধিত রামের ডরে কোন জনা।
ঘরের ভিতর থাকিয়া তাগার দেখ আপনা
এই সব মন্ত্রী লইয়া তোমার মন্ত্রণা।
তোমা হইতে বুদ্ধে আগল সুগ্রীব বানরা
রাজভোগ পাইল আর গুমাবতী তারা।
বানর হইয়া সুগ্রীব তোমা আসি বেড়ে
যম জিনিয়া ঠেকিলা ভাই মানুষের আড়ে।
কুপিল রাবন রাজা কুম্ভকর্ণের বোলে
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি অগ্নিহেন জ্বলে।
জ্যেষ্ঠ নহিস তুই কনিষ্ঠ সহোদর
রাজনীত শিক্ষাও তুই সভার ভিতর।

তুমি হেন ভাই যার আছে সহোদর
ভাল মন্দ করিতে তার কারে কিবা ডর ।
ভাল মন্দ যত করিলাম পুরান কাহিনী
তাহাতে কাতর হইলে বৈরি নাহি জিনি ।
ত্রিভুবন জিনিনু আমি তোমা বাহুবলে
রামজয় করিয়া দেহ এই রনস্থলে ।
কুম্ভকর্ন বলে ভাই না বলিহ বিস্তর
আপদ পড়িলে শিক্ষায় কনিষ্ঠ সহোদর ।
কুম্ভকর্ন বলে ভাই কারে তোমার শঙ্কা
সংগ্রাম জয় করি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা ।
বানর বেটা আসি পোড়ায় কনকলঙ্কাপুরী
হনুমান মার আগে যে বেটা লঙ্কার বৈরি ।
অঙ্গদ যুবরাজ মার বালি রাজার নন্দন
সুগ্রীব ওপরে কর আজি বান বরিষন ।
নল নীল মার আজি গবাক্ষ চন্দন
তোমার শত্রু মার আজি ভাই বিভীষন ।
চলিল যে কুম্ভকর্ন যুঝিতে একেশ্বর
কানেকহিয়া বুঝায় ভাই মহোদর ।

নিদ্রায় তোমার কাল গেল নিদ্রা হইয়া ভুলি
কোথা থাকি জানিবে ভাই রামের বলাবলি ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে খর দূষণ
হেন রামের সঙ্গে তুমি করিতে যাহ রণ।
রণে না যাইহ ভাই শুনহ বচন
রাম দরশনে ভাই অবশ্য মরন ।
রাজ্যসমেত রাবন রাজা হারে আইল রণে
আপনি হারিয়া এখন পাঠায় অন্য জনে ।
তুমি আমি রামের সঙ্গে না করিব রন
যে সীতা আনিয়াছে তার বধুক পরান ।
এক যুক্তি বলি ভাই যদি লয় মতি
সীতা বস করিব তার শুনহ যুকতি ।
মায়া যুদ্ধ করিয়া রন জিনিতে না পারি
আপন গায় অস্ত্র ফুটিয়া আসি লঙ্কাপুরী ।
ডাণ্ডার বিলাইয়া করি জয়ধ্বনি বুনি
ইহা দেখিলে সীতা দেবী ভজিবে আপনি।
ঘরে বসিয়া বুদ্ধি করিলাম না করিব রন
রাম দরশনে ভাই অবশ্য মরন।

কুম্ভকর্ণ বলে তোর মুখে নাহি লাজ
তোর বুদ্ধেতে মজে রাবন মহারাজ।
রাজার ভাই বলিয়া তোরে প্রধান পাত্র গনি
স্ত্রীর সাথে ভাণ্ডার বিলায় কোথায় না শুনি।
লঙ্কাহেন রাজ্য মজে তোমার কুবুদ্ধে
ঘরে বসে বুদ্ধি সৃজ ভাণ্ডার খাবার সাধে।
কুম্ভকর্ণে মহোদরে দুই ভাইয়ে কথন
সিংহাসনে বসিয়া শুনে রাজা দাশানন।
রাবন বলে মহোদরের বচন না বুঝি
মহোদরের ইচ্ছা আমায় বেড়িয়া মারি।
সংগ্রামের বেশ লইয়া রাবন উঠিল আপনি
কুম্ভকর্ণের মাথায় বান্ধে রত্নের মহাখানি।
হাতেতে অঙ্গুরী দিল কুমারের চাক
সরোবরের পাড় যেন হাতে দিল তাড়।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলিল একেশ্বর
পথ বহিয়া যায় যেন আকাশের জলধর।
রত্নের নির্ম্মিত দিল কর্ণের কুণ্ডল
চন্দ্রের কিরন যেন করে ঝলমল।

মাতায় মুকুট বান্ধে দাণ্ডাইলে আকাশ যোড়ে
রাজ মেলানি পাইয়া কুম্ভকর্ণ নড়ে।
যুদ্ধ করিতে যয় করিয়া মহাদম্ভ
লঙ্কাপুরী পৃথিবীটায় হইল মহাকম্প।
গায়ের লোমাবলি যেন তাল গাছের কাঁড়ি
কর্ণের পাটন যেন পর্ব্বতের গুঁড়ি।
নাভি গভীর যেন পাটুয়া নায়ের ভরা
চন্দ্র সূর্য্য দেখি যেন দুই চক্ষের তারা।
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলিল একেশ্বর
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল বিস্তর।
চন্দ্র সূর্য্য ডরে পলায় বায়ু ছাড়ে গতি
মেঘে রক্ত বরিষে কাঁপে বসুমতী।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত পড়িছে সম্মুখে
বিপরিত ডাক শুনি শৃগালের মুখে।
বামহস্ত স্পন্দে বামচক্ষু ঘনেঘনে
বিপক্ষ জানেতে বীর কিছু নাহি মানে।
পৃথিবীতে তোলপাড় করে সাগর ওথান
গর্ব্ববতী স্ত্রীর পেটে কাঁদিছে ছাওয়াল।

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিতে অপার
যার২ করিয়া গেল পশ্চিম দ্বার।
কুম্ভকর্ন বীর হইল গড়ের বাহির
বানর দেখিয়া সিংহনাদ ছাড়িল গভীর।
বড়২ বীর যার দুই শত যোজন লাফ
কুম্ভকর্ন দেখিয়া পলায় বড় পাইয়া কাঁপ।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল বানর ঘড়েঘড়
গাছ পাত্তর ফেলিয়া চতুর্দ্দিগে দিল রড়।
ভঙ্গ দেখি কুম্ভকর্ন দিল ছিটকারি
চতুর্দ্দিগে বানর পলায় করিয়া রড়ারড়ি।
সহস্র কোটি বানর লইয়া কুমুদের রড়
গাছ পাত্তর ফেলিয়া পলায় চন্দনিয়া দড়।
সহস্র কোটি বানর লইয়া পলায় শতবলি
চল্লিশ কোটি সুষেন পলায় আওদড়চুলি।
এগার কোটি বানরে পলায় গয় মহামতি
সহস্র বানরে পলায় বিনোদ সেনাপতি।
পলায় বানরগন রনে নাহি রহে
শাকে হাত দিয়া যে অঙ্গদ বীর চাহে।

অভয় অঙ্গদ বীর বসুহেন অঙ্গী
মরনেরে নাহি ভয় রনে না দেয় ভঙ্গী।
যথা যাই তথা যাই মরন নাহি গনি
যুদ্ধ করিয়া মরনে থাকে ঘুষিতে কাহিনী।
জীবন মরন নহে আপনার বশ
যুদ্ধ করিয়া মরিলে থাকে যশ পৌরষ।
লঙ্ঘিতে না পারে কেহ অঙ্গদের বচন
কটক তোলাইয়া আইল বালির নন্দন।
এক চাপে আইসে দেখিতে ভয়ঙ্কর
কুম্ভকর্নের ওপরে ফেলে গাছ পাতর।
কুপিল যে কুম্ভকর্ন আছে হাতে শূলে
বানর সব বিন্ধিয়া পাড়ে লোটায় ভূমিতলে।
ভঙ্গ দিয়া বানর সব পলায় ওভরড়ে
ভয় পাইয়া পলায় কেহ পর্ব্বতশেখরে।
পলাইতে নারে কেহ মরয়ে তরাসে
সাগরে পড়িয়া কেহ তিতলাও যেন ভাসে।
সাত বীর রহিল যে মরন নাহি গনে
সাত বীর লইয়াঅঙ্গদ পুবেশিল রনে।

গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ হনুমান।
সাক্ষাত যম যেন সাত বীর রোষে
কুম্ভকর্ণের কাছে গেল বড়ই সাহসে।
আচম্বিতে হনুমান করিল গমন
এক টানে আনিল বীর পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
পর্ব্বত এড়িল বীর হাতে করিয়া গোড়া
কুম্ভকর্ণের শূলে ঠেকিয়া পর্ব্বত হইল গুঁড়া।
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে
কুম্ভকর্ণের উপর গাছ পাতর বরিষে।
গাছ পাতর ফেলে যেন মেঘের বরিষণ
গায়ে হাত বুলায় বাসে কুম্ভকর্ণ।
লাফ দিয়া হনুমান দাঁড়াইল সমুখে
গাছ পাতর মারে বানর আপনার সুখে।
গাছ পাতর কাটিয়া মারে লোহার মুষল
মুষল খাইয়া বানর হইল বিকল।
কাতর হইয়া হনুমান করে চটফটি
হনুমান কাতর দেখিয়া কাতর কোটি২।

সাত বীর ভঙ্গ দিল রণ সহিতে নারি
বনের পশু খেদাড়িয়া যেন চলিল কেশরী।
নলবনে গেলে যেন শুনি মড়মড়ি
কোন বীর সহিতে নারি কুম্ভকর্ণের দাড়ি।
গরুড় সাপ পাইলে যেন গেলে অত্মাগারে
কুম্ভকর্ণ ধরিয়া গেলে বড়ং বানরে।
ছাঁড়িয়া মেঘ যেন কাল কুম্ভকর্ণ
বানরের রক্ত খাইয়া গিরিছেন বর্ণ।
বড়ং বানরগুলা ধরিয়া ধরিয়া গেলে
আপনি সুগ্রীব আইল সংগ্রামের স্থলে।
শালগাছ উপাড়ি সুগ্রীব পবনের বেগে
হাতে গাছ করিয়া গেল কুম্ভকর্ণের আগে।
সুগ্রীব বলে কুম্ভকর্ণ তুমি বড় বীর
তোর বিদ্যমানেতে বানর নহে স্থির।
বড়ং বীর মোর খাইলি বাছেরবাছ
মোর ঘা সহ এই হানি শালের গাছ।

কুম্ভকর্ন বলে মুই ব্রহ্মার হই নাতি
এড় দেখি গাছ সুগ্রীব তুমি প্রানশকতি।
এড় দেখি সুগ্রীব বুঝি তোমার বল
তোরে গিলিব আজি সংগ্রামের স্থল।
সুগ্রীব রাজা গাছ এড়ে হাত করি টান
কুম্ভকর্নের গায়ে ঠেকি হইল খান২।
ছিছি বলি কুম্ভকর্ন দিল টিটকারী
এই যুঝে যাও রাজা কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
ভাল ছিল বালি রাজা বীরের ভিতর গনি
তাহার সেবক বলি নাহি তোরে হানি।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে জাঠাগাছ বহে
হেন জাঠা কুম্ভকর্ন তুলিয়া লইয়া বহে।
আশি বৃন্দ লোহার জাঠা বলির নির্ম্মান
দেব দানব কেহ নাহি ধরে তার টান।
দশ হাজার দীর্ঘল জাঠা যেন গাছের গোড়া
পঞ্চাশ হাজার দীর্ঘল জাঠার ছিযিড়া।
হেন জাঠা এড়ে বীর দিয়া হুহুঙ্কার
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার।

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য পলায় তাহার ডরে
সাগরের ঢেও তখন বহে ফিরে২।
দিনে দুই প্রহরে হইল ঘোর অন্ধকার
কটক বলে সুগ্রীব রাজার নাহিক নিস্তার।
সূর্যের তনয় সুগ্রীব তিলেক নাহি চিন্তে
লাফ দিয়া তাঠাগাছ ধরিল বাম হাতে।
তাঠাগাছ ভাঙ্গিল যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্ব জনা।
কোপে কুম্ভকর্ণ বীর পর্ব্বতে দিল টান
এক টানে আনে বীর পর্ব্বত অর্দ্ধখান।
এড়িল পর্ব্বতখান ঘোর দারুন কোপে
পড়িল সুগ্রীব রাজা পর্ব্বতের চাপে।
মুখে রক্ত ওঠে তার মড়মড়ায় গলা
ধাইয়া কুম্ভকর্ণ আসি করে পাখালিকোলা
উদয় মেঘ ওড়ায় যেন দারুন মেঘের ঝড়ে
সুগ্রীব লইয়া সাঁতায় লঙ্কার গড়ে।
প্রথম বিহন্দে গেল করিয়া ফেলাফেলি
দ্বিতীয় বিহন্দে গেল মশাল হলাহলি।

তৃতীয় বিহঙ্গে বীর গেলত হরিষে
সুগ্রীব দেখিতে লঙ্কার স্ত্রী পুরুষ আইসে।
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা হইয়া গেল বন্দি
সকল বানর ডরে ফুকরিয়া কান্দি।
হনুমান মহাবীর কটকের সার
মনেমনে চিন্তে বীর রাজার প্রতিকার।
কুম্ভকর্ণ মারিপাড়ি আজিকার রনে
রাজা উদ্ধারিয়া তুষ্ট করি বানরগনে।
কুম্ভকর্ণ মারিতে বীর হনুমান চলে
থাহত থাহত বলিয়া জাম্বুবান বলে।
যত কাল জীবে রাজা কোপ করিবে মনে
ভালরে মন্দ হইবে গেলে ইহার কারনে।
সেবক হইয়া রাজার করিয়া অব্যাহতি
কোন কার্য্যে থাকিবেক রাজার খেয়াতি।
যখন কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইবে সম্বিত
কুম্ভকর্ণ মারিয়া আসিবে আচম্বিত।
ত্রিভুবনে রুষিয়া যদি আইসে একচাপে
তথাপি সুগ্রীব রাজাকে কার বাপে বান্ধে।

এত শুনিয়া হনুমান রনে না দিল হানা
নেঙটিয়া রাখে গিয়া আপনার থানা ।
কুম্ভকর্নের কোলে রাজা পাইল সম্বিত
চক্ষু মেলিয়া দেখে লঙ্কার নাট গীত ।
চারিদিগে রাক্ষস দেখে না দেখে বানর
হাট ঘাট লঙ্কা দেখে সোনা রূপার ঘর ।
মহাবীর সুগ্রীব রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি
মনেমনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি ।
দুই হাতে বুক বিদারে কামোড়ে নাক চিঁড়ে
দুই কান চিঁড়িল দুই নখের আঁচড়ে ।
বিপরিত ডাকে বীর সেই ঘায়ের জ্বালে
অস্তেব্যস্তে কুম্ভকর্ন সুগ্রীব রাজাকে ফেলে ।
সুগ্রীব রাজা যায় এখন পবনের ভরে
এক লাফে পড়ে গিয়া বানরভিতরে ।
বানরভিতরে গেল করিয়া ফেলাফেলি
কুম্ভকর্নের নাক কান রামেরে দিল ডালি ।

নাক কানের রক্তে বীরের ওষ্ঠ অধর তিতে
দুই পাশ তিতিল দুই কানের রকতে।
নাক কান গেল আমার বড় পাইলাম লাজ
কোন লাজে ভেটিব গিয়া রাবন মহারাজ।
এই বল বিক্রমে আমি ত্রিভুবন জিনিনু
মুই হেন বীর হইয়া নাক কান হারাইনু।
যত আর বল বিক্রম সকল হইল মিছা
বানর বেটা হইয়া মোর নাক করিল বোঁচা।
নেওটিয়া আইল বীর সংগ্রামের স্থলে
সম্মুখে যত বানর পায় ধরেং গেলে।
কুম্ভকর্ণের মুখে সাঁন্ধায় বড়ং বীর
নাক কান দিয়া তারা হয়ত বাহির।
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া পলায় বানর দড়
বোঁচাং বলিয়া তারা ওঠিয়া দিল রড়।
সকল বানর গেল রঘুনাথের আগে
অস্তেব্যস্তে লক্ষ্মণ বীর ধনুকে বান যোগে
কুম্ভকর্ণ বলে লক্ষ্মণ তোরে নাহি চাহি
তোর ভাই রাম তপস্বী তারে আমি চাহি।

এখন কেন পলাইয়া হইল অদরশর্ন
মাত্তা কাটিয়া পাঠাইব যমের ভুবন।
ডাক দিয়া বলেন রাম কারে আমার ডর
রামচন্দ্র হের দেখ যমের সোষর।
রামের কথা শুনিয়া বীর কুম্ভকর্ন হাসে
পৃথিবী কম্প করিয়া আইসে রামের পাশে।
লঙ্কা টলমল করিয়া আইসে রড়ারড়ি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত দিঙড়ি।
খর দুষন নহি ত্রিশিরা কবন্ধ
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ।
বালি বানর নহি আমার কোমল শরীরে
বজ্র অঙ্গ বল মোর কুম্ভকর্ন বীর।
এক বান এড় রাম বুঝি তোর বল
তোমারে জিনিব আজি সংগ্রামের স্থল।
যে বানে মারিল রাম বানর রাজা বালি
হেন বান রঘুনাথ সংগ্রামেতে ফেলি।
হেন বান এড়েন রাম তারা যেন জোটে
কুম্ভকর্নের গায় যেন কাঁটা হেন ফোটে।

হাতের ভরবড়ি দশনগোটা নড়ে
মুষলে ঠেকিয়া বান ওথড়িয়া পড়ে।
ফেলাফেলি আইসে বীর শ্রীরাম গিলিতে
পাছু হইয়া শ্রীরাম বৃহ্ম অস্ত্র যুড়িল ত্বরিতে।
বৃহ্ম অস্ত্র খাইয়া বীরের বল টুটে আইসে
হাতে হইতে কুম্ভকর্নের লোহার মুষল খসেং।
সুদু হাতে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী
কারে মারে চড় চাপড় কারে মারে লাথি।
ডাক দিয়া বলে বীর সুমিত্রানন্দন
এক যুক্তি বলি শুন আমার বচন।
পাগল হইল কুম্ভকর্ন রক্তের গন্ধে
বড়২ বীর ওহার চড় গিয়া স্কন্ধে।
দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ন বীর পড়িবে চাপনে
ভূমি তলে পড়িলে ওহার কাটিব এখনে।
লক্ষ্মনের বচনে বানর সাহসে করে ভর
কুম্ভকর্নের কান্ধে চড়ে বড়২ বানর।
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
অঙ্গদ হনুমান এই চড়ে সাত জন।

সাত জন প্রধান বানর চড়ে তার স্কন্ধে
চুলে ধরি কেহ টানে কেহ নখে বিন্ধে।
কুম্ভকর্ণের কান্ধে চড়ে বড়২ বানর
তেতুল গাছেতে যেন বাদুড় বিস্তর।
সাত বীর স্কন্ধে করি কুম্ভকর্ণ নড়ে
ডাহিন বামে কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে।
ভূমে পড়িয়া গবাক্ষ বীর হইল মূর্চ্ছিত
ক্ষনেক রহিয়া বীর পাইল সম্বিত।
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন
আছাড়ের ঘায় বীর সব হইল অচেতন।
ইহা দেখিয়া অঙ্গদ হনুমানের হইল ডর
কান্ধে হইতে দুই বীর ওঠিয়া দিল রড়।
যত বান মারেন রাম কুম্ভকর্ণ নাই পড়ে
আরবার রঘুনাথ ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন রাম পুরিয়া সন্ধান
কুম্ভকর্ণের কাটিয়া পাড়ে দক্ষিন হস্তখান।
ডানি হস্ত পড়িল যেন পর্ব্বতশেখর
হাতের চাপনে পড়ে দই লক্ষ বানর।

বাম হস্তে শালগাছ ওপাড়ে এক টানে
হাতে গাছে আইসে বীর মারিবার মনে।
ঐষিক বাণ রামচন্দ্র পূরিল সন্ধান
গাছের সনে কাটিয়া পাড়ে বাম হস্তখান।
দুই হাত কাটা গেল তবু গিলিতে আইসে
ইন্দ্র বাণ রঘুনাথ যুড়িল তরাসে।
বুকেতে বাজিল বাণ তবু নাই মরে
দিব্য দুই বাণ রাম যুড়িল একবারে।
দুই বাণ এড়িল রাম পূরিয়া সন্ধান
কুম্ভকর্ণের কাটিয়া পাড়ে পা দুইখান।
হাত পা কাটা গেল তবু তিলেক নাই বাধে
গড়াগড়ি যায় তবু আইসে রাম গিলিতে।
দাঁতের ওপর লৈল বীর লোহার মুষল
তাহার ঘায়ে বীর পাড়ে বানর সকল।
মুষল কাটিতে রাম পূরিল সন্ধান
দশ বাণে মুষল কাটি করিল খানখান।
কুম্ভকর্ণের গা বহিয়া পড়িছে শোণিত
বাণে মুখ ঢাকিলে দেখায় বিপরিত।

প্রতেক অবস্থা হইল তবু নাই পড়ে
আরবার রঘুনাথ যুদ্ধ অস্ত্র যোড়ে।
যুদ্ধ অস্ত্র এড়িল রাম কি কহিব কথা
কুণ্ডল সহিত কাটিপাড়ে কুম্ভকর্নের মাতা।
ওথড়িয়া পড়ে মাতা পর্ব্বতপ্রমান
মাতার চাপে অনেক বানর হারায় পরান।
কাটা স্কন্ধ হনুমান দেখে যে রনস্থলে
দুই হাতে সাপটিয়া ততক্ষনে তোলে।
সমুদ্রের জলে ফেলে যেন পর্ব্বত পড়ে
সমুদ্রের জলজন্তু করে তোলপাড়ে।
বানরকটক বলে গোসাঞি পাইলাম নিস্তার
আর যত বীর আইসে আমাসভার ভার।
হেন বীর রঘুনাথ নাহি ত্রিভুবনে
আছুক যুঝিবার কায সমুখ নাহি রনে।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া কুম্ভকর্নের মরন
সিংহাসন ছাড়িয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।
ভাই নহি তোমার আমি চণ্ডাল সহোদর
কাঁচা নিদ্রায় পাঠাইলাম সংগ্রামভিতর।

আজি শূন্য হইল মোর কনকলঙ্কা পুরী
আজি শূন্য হইল নিদ্রার ঘর চৌরি।
ডাহিন হাত পড়িল মোর শূন্য হইল বুক
বন্ধু বান্ধব কান্দে বৈরির কৌতুক।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর
সুখে শুইয়া থাকুক ঘুচিল সভার ডর।
ধার্ম্মিক বিভীষন মোরে দিয়া গেল শাপ
তথির কারনে এত পাইলাম মনস্তাপ।
ধার্ম্মিক ভাই মোর ধর্ম্মের সারথি
হেন ভাইর তরে কেন মারিলাম লাথি।
কুড়ি চক্ষু বহিয়া পড়ে কুড়ি লোহধারা
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার ত্রিশিরা।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
বাপের ক্রন্দনে তারা কেহ নহে স্থির।
মহোদর ভাই কান্দে ভাই মহাপার্শ
পুরীসমেত কান্দে কুম্ভকর্ণের বিনাশ।
বাপ কাতর দেখিয়া পুত্রের লাগে দুঃখ
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সম্মুখ।

বিস্তর তপ করিলা বাপা হইতে অমর
অমর হইতে বৃহ্মা নাহি দিল বর।
অমর হইল বিভীষণ আপনার গুণে
বৃহ্মার বরে খুড়া সকল শাস্ত্র জানে।
শাস্ত্র অনুসারে বলিল রাজ্যের বিহিত
ধার্ম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত।
তোমা এড়িয়া বৃহ্মা খুড়ার গৌরব রাখে
হেন খুড়াকে নাথি মার সভাখণ্ড দেখে।
আপদ হইলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত
আপদ পড়িলে বুদ্ধি হয় বিপরিত।।
ত্রিভুবন জিনিয়া বাপা তোমার বাখান
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কেহ নাই বীরে টান।
যক্ষ দানব জিনিলা কৈলাশ পর্ব্বতে
কুবেরে অপমান করিলা ভাল মতে।
বাসুকি জিনিলা গিয়া পাতালভিতরে
ইন্দ্র যম জিনিয়া জিন বরুন পবনেরে।

ময়দানব মহারাজ ত্রিভুবন পূজে
মন্দোদরী কন্যা দিয়া তোমার তরে ভজে।
বাসুকির বিষের জ্বালে সংসার পুড়ে মরে
বাসুকি জিনিলে গিয়া পাতালভিতরে।
বরুণেরে গিয়া তুমি জিনিলে পাতালপুরে
অমরাবতী স্বর্গ তুমি করিলে চারখারে।
ত্রিভুবন জিনিয়া তুমি করিলে অবস্থা
মানুষ বেটা মারিব গিয়া এই কোন কথা।
নানা অস্ত্র কাটিয়া করিব ঘোর অন্ধকার
আজিকার যুদ্ধে লাগে আমাসভার ভার।
গরুড়সমুখে যেন নাই যায় সাপ
রাম লক্ষ্মণ মারিব দেখহ প্রতাপ।
রামের মাতা কাটিয়া তোমারে দিব ডালি
চিরকাল সীতা লইয়া সুখে কর কেলি।
ত্রিশিরার বিক্রমে রাবণ হইল হরষিত
আর তিন বেটা তার কহিল আচম্বিত।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
সংগ্রামের নাম শুনিয়া কেহ নহে স্থির।

মহাপার্শ ভাই আর ভাই মহোদর
চয় সেনাপতি কষিয়া চলিল সত্বর।
নীল বর্ণে হাতি আইল যেন মেঘের জ্যোতি
ঐরাবত বংশেতে হইয়াছে উৎপত্তি।
সাজাইয়া আনিল হাতী অতি মনোহর
হাতির উপরে চড়ে বীর মহোদর।
ইন্দ্রের ঘোড়া যেন পবনের গতি
ঘোড়ার উপর চড়ে দেবান্তক নরপতি।
যে ঘোড়ার পা ছুয়ে পড়ে বা না পড়ে
হাতে পেলে নরান্তক ঘোড়ার উপর চড়ে।
আর রথ সাজাইয়া আনে মনি মানিক হিরা
হাতে খাণ্ডায় চড়ে গিয়া কুমার ত্রিশিরা।
আর রথ আনে সহস্র ঘোড়ার সাজনি
হেন রথে অতিকা বীর চড়িল আপনি।
কুমার সব যাত্রা করে মা সবার শুনে
পুত্র সব নিকটে আসি বলে সকজনে।
কুম্ভকর্ণ পড়ে পুত্র আনে কিবা কথা
কার বাক্যে মরিতে যাও মায়ে দিয়া ব্যথা।

অভিমানে হাঁটে পুত্র প্রান বড় বঁন
আমার যুক্তি শুন বাছা জীবনকারন।
বাঁজিয়া বিবাহ দিলাম দেব দানবদুহিতা
রূপে গুনে কুলে শীলে সতী পতিব্রতা।
দেব দানবের কন্যা পরম সুন্দরী
রামের যুদ্ধে কেন হেন বধূরে কর রাঁড়ী।
চারি ভাই চৌদলি লহ কান্ধে করি তুলি
রামের ঠাঁই সীতা লইয়া তোরা দেহ ডালি।
রামের সেবা করিতে যদি মনে নাই আইসে
কুবেরের ঠাঁই যাহ পর্ব্বত কৈলাশে।
অষ্টলোকপাল কুবের জন্ম বীর্য্য অংশে
অমনয় রাবন তোমার বাপের বংশে।
মায়ের বচনে চারি বীর জ্বলে কোপে
বীরবংশে জন্ম বেটার বলে বীর দাপে।
মায়ের গৌরব রাখি তেকারনে সহি
আর জন হইলে তার জীবন লই।
জগতের কর্ত্তা আমি বীরবংশে জন্ম
রাজা হইয়া মানুষ বেটার করিব সেবককর্ম্ম।

কুবেরের ঠাঁই যাব প্রান রাখিবারে
পুষ্পক রথ জিনিয়া আনিনু লঙ্কাপুরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যোদের করতল
তাহা হইতে মানুষ রাম কত ধরে বল।
মার কাট করি বীর রাজখণ্ড সাজে
অহঙ্কারে যায় বেটা আপনার তেজে।
মার কাট করি যদি সংগ্রামেতে পড়ি
স্বর্গপুরে যাব তবে দিব্য রথে চড়ি।
মায়ে প্রবোধিয়া তখন চারি বেটা সাজে
ত্বরাতরি গেল তারা সংগ্রামের মাঝে।
ছয় সেনাপতি রাক্ষস ছয় অক্ষৌহিণী
কটকের পায়ের ভরে কাঁপেত মেদিনী।
প্রলয় সময় যেন হয় মহামার
রনধুলি উঠিয়া হইল অন্ধকার।
অন্ধকারে কটক সব না চিনে আপন পর
রাক্ষসে রাক্ষস মারে বানরে বানর।
রক্তে রাঙ্গা হইল কটক ধূলা নাই উড়ে
দেখাদেখি দুই কটকে মহাযুদ্ধ পড়ে।

অল্প বানর পড়ে রাক্ষস বিস্তর
রুষিল নরান্তক বীর রাবনকোঙর।
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া ওঠে নরান্তকের ঘোড়া
জ্বলন্ত অগিনি যেন জাঠি শেল ঝকড়া।
বানরেরে মারে বীর অজয় শেলপাট
বানরের রক্তে এখন কাদা হইল বাট।
কুম্ভকর্ণের শেলে বানর হইল পার
নরান্তকের শেলে কার নাহিক নিস্তার।
পলাইল বানরকটক রনে নাই রহে
নরান্তকের যুদ্ধ সুগ্রীব রহিয়া চাহে।
সুগ্রীব বলেন অঙ্গদ তুমি বড় বীর
তোমার বিদ্যমানে বানর কেহ নহে স্থির।
আপনি করিয়া যুদ্ধ রাখহ বানরগন
নরান্তক মারিয়া তোষ শ্রীরাম লক্ষ্মন।
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পাইল লাজ
বানরকটক লইয়া গেল সংগ্রামের মাঝ।
রাজার বেটা দেখিলে রাজার বেটা রোষে
রুষিল নরান্তক বীর হাতে শেলে আইসে।

দুই হাত শূন্য দেখ অস্ত্র নাই বহি
বুক পাতিয়া বেটা তোর রণ সহি।
দেব দানব জিনিস বেটা এই শেলের তেজে
বুক পাতিয়া দিলাম যেন নির্ভরে বাজে।
পাক্ষি মারিয়া বেড়াইস বনে কিবা নাম যশ
আমারে মারিলে তোর থাকেত পৌরষ।
রাম লক্ষন দেখ হোর জগৎপুজিত
তুই শেল মারিলে যদি হই একভিত।
সুগ্রীব রাজা হবে খুড়া বাপ হবে বালি
তোর শেল দেখি যদি নাড়িত কাঁকালি।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিলাম বুক
অঙ্গদের সাহস দেখি সুগ্রীবের কৌতুক।
কুপিল নরান্তক বীর দুই ওষ্ঠ কাঁপে
এড়িলেক শেল বীর লইয়া দারুন কোপে।
বজ্রের সমান বুক বজ্রনির্ম্মান
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হইল খানং।
শেলপাট ভাঙ্গিল যদি অঙ্গদের বুকে
দেখিয়া মহাত্রাস পাইল নরান্তকে।

অঙ্গদ বলে তোর ঘা গেল রসাতল
মোর ঘা সহরে বেটা বুঝি তোর বল।
বজ্র মুকুটি মারিয়া তার ঘোড়া কৈল চুর
পড়িল রথের ঘোড়া ঊর্দ্ধ চারি খুর।
দুই চক্ষু ঠিকরিল বাহিরায় জিহি
কুপিল নরান্তক বীর অঙ্গদ পানে চাহি।
বজ্র মুকুটি মারে অঙ্গদের শিরে
মাতা ফুটিয়া অঙ্গদের রক্ত পড়ে ধীরে।
কুপিল অঙ্গদ বীর পড়িল ঝনঝনা
বজ্র মুকুটি মারে পাসরে আপনা।
মুকুটির ঘায়ে নরান্তকের ভাঙ্গিল পাঁজর
হাড় ভাঙ্গিয়া শরীর প্রবেশে ভিতর।
মহাবীর অঙ্গদ আপন হাতে কাড়ে
গলায় নখ বিন্ধি তখন নরান্তকে পাড়ে।
নরান্তক পড়িল তাহা দেবান্তকে দেখে
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি হাতে ধনুকে।
নরান্তক পড়ে মহোদরে লাগে ডর
হাতি চালাইয়া দিল অঙ্গদের ওপর।

সাজন রথে ত্রিশিরা আইল ততক্ষন
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর তিন জন ॥
অঙ্গদ ওপাড়ি ফেলে পর্ব্বতের চূড়া
ত্রিশিরার বাণেতে পর্ব্বত হইল গুঁড়া ।
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে
মুখে রক্ত ওঠে বীরের ঝলকেঝলকে ॥
অন্ধকার করিয়া ফেলে গাছ পাতর
দেখিয়া অঙ্গদ বীর হইল ফাঁফর ।
চারি ভিতে রাক্ষস যুঝে যাঝে অঙ্গদ বলী
যুদ্ধ দেখিয়া সুগ্রীব মহাকুতুহলি ।
দেবান্তকের হাতে ছিল লোহার পাবড়ি
হনুমান দেখিয়া মারে দুহাতিয়া বাড়ি।
কুপিল যে মহাবীর সংগ্রামের শূর
নাখির চোটে দেবান্তকের মাতা করে চুর ।
হাতির ওপর চড়িয়া যুঝে বীর মহোদর
নীল সেনাপতি বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর ॥
কুপিল যে নীল বীর করিল ওঠানি
পর্ব্বতের চূড়া ধরিয়া করে টানাটানি ।

গাছের মূলে আনে বীর ডাগীর পাতর
পাতর লইয়া ওঠে গগন উপর।
এড়িল পাতরখান বড় দারুন কোপে
পড়িল মহোদর বীর পাতরের চাপে।
মাঝে মৃত্যু পড়ে আর দুই সহোদর
কষিল ত্রিশিরা বীর রাবনকোঙর।
হনুমান দেখিয়া বান যুড়িল ধনুকে
শতং বান মারে হনুমানের বুকে।
বান খাইয়া হনুমান তিলেক নাহি চিন্তে
লাফ দিয়া হনুমান ওঠে তার রথে।
রথে চড়ি ত্রিশিরার ধরিলেক চুলে
চুলেতে ধরিয়া বীর ফেলে ভূমিতলে।
আছাড় খাইয়া ত্রিশিরা লোটাইয়া বেড়ায় ধূলি
লাফ দিয়া হনুমান ধরে তার চুলি।
ত্রিশিরার খাণ্ডা সেই অতি খরসান
তার খাণ্ডায় তারে করিল দুইখান।
দুই ভাই পড়িল তখন যুঝে মহাপাশ
হাতে গদায় বানরের করিছে বিনাশ।

পিঙ্গল বর্ণে গাদাগোটা রক্ত চারিভিতে
অর্দ্ধেক রাঙ্গা হইল তার বানরের রক্তে।
বানরেরে মারে বীর অতয় শেল পাট
বানরের রক্তে এখন কাদা হইল বাট॥
মহাপার্শের বান কেহ সহিতে না পারি
ভঙ্গ দিয়া বানরকটক পলায় রড়ারড়ি॥
হেনকালে আগু হইল পবননন্দন
পর্ব্বতখান আনে বীর দশ যোজন॥
এড়িল পর্ব্বতখান লইয়া দারুন কোপে
পড়িল মহাপার্শ বীর পর্ব্বতের চাপে।
দুই খুড়া পড়িল আর তিন সহোদর
রুষিল অতিকা বীর রাবনকোঙর।
হিরা মনি মানিক যেন সোনার গঠন
এক সহস্র ঘোড়া তার রথের সাজন॥
পিঙ্গল লোচন বীরের ছাড়ে হুহুঙ্কার
রথে চড়িয়া বীর বলে মারমার॥
চিত্র বিচিত্র দেখি কনকরচিত
বিজলির ছটা যেন দেখি চারিভিত॥

রথের উপর ধাওা তিন ক্রোশ পরিশর
শত ক্রোশ ধাওাখান ওভেতে দীর্ঘল।
ধাওা দেখিয়া সভার লাগে চমৎকার
এই ধাওায় কার বাপের নাহিক নিস্তার।
বিভীষণ বলে শুন আমার ওত্তর
যুঝিবারে আইল বীর রাবনকোঙর।
অতিকা নাম ওহার গুনের সাগর
যার ডরে নিদ্রা নাই যায় পুরন্দর।
ব্রহ্ম অস্ত্র জানে বীর ব্রহ্মার পাইয়া বরে
ব্রহ্মার প্রসাদে বীর নানা মায়া ধরে।
ধীন্যধীন্য মানিল রাবণ ওহার বাপ
হেন বীর অতিকা বেটা পূর্ন প্রতাপ।
ওহারে কেহ জিনিতে নারে সংগ্রামে দুর্জ্জয়
অতিকার তেজে লঙ্কা থাকেত নির্ভয়।
এত যদি বিভীষন করিল বাখান
দশ সেনাপতি রোষে সভার প্রধান।
গয় গবাক্ষ আর সরভ গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রোষে গবাক্ষ চন্দন।

অঙ্গদ হনুমান রোষে আর নল নীল
গাছ ও পাতে কেহ কেহ লয় শিল।
বড়বড় গাছ সব টান দিয়া তুলি
অতিকার রথে লইয়া ধরিয়া ধরিয়া ফেলি।
অতিকা বান মারে পুরিয়া সন্ধান
দশ বীরের গাছ পাতর করে খানখান।
গাছ পাতর কাটিয়া পাড়ে অতিকার বানে
দশ বীর ভঙ্গ দিল যুঝ না পাতে রনে।
ভয় পাইয়া চতুর্দ্দিগে পলায় বানরগন
রামের কাছে রহে গিয়া হইয়া ভয় মন।
ডাক দিয়া বলে শুন বীর লক্ষ্মন
আমার সঙ্গে যুঝিবে তোমার কোন জন।
আমার সঙ্গে যে বীর যুঝিবে নির্ভয়
আগু বাড়াইয়া মোরে দেহ পরিচয়।
বীরদাপ করিয়া সহে তারে আমি হানি
আমা দেখিয়া পলায় যে তাহারে নাহি জিনি।

শুনিয়া লক্ষ্মন ধনুকে দিলেন টঙ্কার
দেখিয়া অতিকার মনে লাগে চমৎকার।
অতিকা বলেন শুন অবোধ লক্ষ্মন
বয়সে ছাওয়াল তুমি কিবা জান রণ।
মোর বানে মেরু মন্দার নাই ধরে টান
হেন জনার ঠাঁই পড়িলে হারাবে পরান।
কতবার বান্ধিয়াছি ইন্দ্র দেবরাজ
তোমারে মারিব আমি এত কোন কায।
লক্ষ্মন বলেন বড় বোলে নাই জিনি
দেখিয়া সম্বর বান এই আমি হানি।
ছাওয়ালহেন বাস মোরে আপনা বাস বীর
ছাওয়ালের বানে আজি রনে হও স্থির।
এত যদি দুই জনে হইল বোলাবুলি
দুই জনে বান এড়ে আগুন গুথলি।
একবারে অতিকা শতেক বান যোড়ে
বানেতে কাটিয়া লক্ষ্মন শত বান পাড়ে।
তিন শত বান লক্ষ্মন যুড়িল ধনুকে
তিন শত বান মারে অতিকার বুকে।

অতিকার বুকে লাগে তিন শত বান
দেবগন দেখিয়া করেত বাখন।
স্থির হইল অতিকা বীর বুকের ভরসে
ভাল২ বলিয়া তখন লক্ষ্মনে প্রসংশে।
অতিকা বান মারে তারা যেন ছোটে
সকল বান লাগে গিয়া লক্ষ্মনের ললাটে।
ঝনঝনার শব্দ যেন লক্ষ্মনের দৃষ্টি
সহল হইল বীরের ধনুকের মুষ্টি।
আপনা সম্বরিয়া লক্ষ্মন স্থির কৈল বুক
অতিকার কাটি পাড়ে হাতের ধনুক।
সাত লক্ষ বান অতিকা বীর এড়ে
লক্ষা ছাইয়া বান লক্ষ্মনের গায় পড়ে।
বানে ঢাকিল লক্ষ্মন দেখিতে না পাই
মাতায় হাতে বানরকটক লক্ষ্মনপানে চাই।
সকল বান কাটিয়া লক্ষ্মন আপনারে রাখে
হরিষে বানরকটক লক্ষ্মনেরে দেখে।
লক্ষ্মন বান মারে তারা যেন ছোটে
অতিকার হাতের ধনুঃ পুনরপি কাটে।

আর বান এড়িল লক্ষ্মন ধিনুকে দিয়া চড়া
রথের কাটিয়া পাড়ে সহস্রেক ঘোড়া।
এক সহস্র ঘোড়া বানে কাটিয়া পাড়ে
অতিকা মারিতে লক্ষ্মন আর বান যোড়ে।
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গায়
সানা ঠেকিয়া বান পরাজয় হয়।
সানা ঠেকিয়া বান না করে প্রবেশ
লক্ষ্মনের কানে পবন কহে উপদেশ।
অক্ষয় কবজ রাক্ষস বীরে ব্রহ্মার বরে
আর বান অতিকার কি করিতে পারে।
জানিয়া শুনিয়া ব্রহ্ম অস্ত্রে দেহ মন
বিনা ব্রহ্ম অস্ত্রে উহার নাহিক মরণ।
কানে কথা কহিয়া পবন দেব নড়ে
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মন ধিনুকে বান যোড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্র লক্ষ্মন পুরিল সন্ধান
বান দেখি অতিকার উড়িল পরান।
জাঠি ঝকড়া মারে বান কাটিবারে
লোহার পাবড় মারে বান ফিরাইতে নারে।

অজর বুহ্ম অস্ত্র ত্রিভুবনে না ধরে টান
মাতা কাটি অতিকার করিল দুইখান।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবনগোচর
ছয় বীর পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
কোথা গেল মহাপাশ ভাই মহোদর
কোথাকারে গেল মোর চারি কোঙর।
তোমরা মোর শ্রাদ্ধ করিবে তর্পন পানি
পোয়ের শ্রাদ্ধ বাপ করে কোথাও না শুনি।
কান্দিতে২ রাবন হইল মূর্চ্ছিত
যোড়হাত করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত।
আমি থাকিতে কেন বাপা তোমার বিসাদ
শুভ দৃষ্টি করিয়া বাপা দেহত প্রসাদ।
শুভ দৃষ্টি করিয়া দেহ পায়ের পদধুলি
রাম লক্ষ্মন মারিতে এই আমি চলি।
অন্তরে পীরিত রাবন মেঘনাদের তরে
কোলে করিয়া রাবন চুম্ব দিল তারে।

কনকলঙ্কা পুরীতে বাপু তুমি যুবরাজ
রাম লক্ষ্মন মারিয়া সাধ আপনার কায।
ভোগ ভুঞ্জিতে মাত্র আছেত রাবন
বিপক্ষ মারিতে বাপু তুমি সে কারন।
আপনা রাখিয়া যুদ্ধ শুন মোর বাপ
দেবগন দেখে যেন তোমার প্রতাপ।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ।
হাতেতে কনক পরে বাহুতে কঙ্কন
সর্ব্বজয়া নেত পরে মানিক রতন।
বীর পরিধানে পরে নেতের ঘাগি
তিন শত বেড় দিয়া বান্ধিল কাঁকালি।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে চন্দনের সার
কণ্ঠার উপরে পরে রত্নময় হার।
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে পাটা
পূর্ন্নিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা।
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দর্পনি
আর হাতে রথ সাজিতে বলিছে আপনি।

সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন।
কনকরচিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।
পর্ব্বতীয় ঘোড়ার মুখে রক্তের বিন্দুকি
ক্ষনে রথখান দেখি ক্ষনে হয় লুকি।
সোনা রুপার তার করিছে ঝিকিমিকি
তের অক্ষৌহিনী ঠাট যুঝার বাঁনুকি।
কটকের মহাশব্দে কাঁপিছে মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।
তবল নিশান ঢাক বাজে জয়ঢোল
সকল পৃথিবী জিনিয়া মহাগণ্ডগোল।
সৈন্য সামন্ত লইয়া যুঝিবারে নড়ে
মাতা মন্দোদরীকে তখন মনে পড়ে।
মাতৃ সম্ভাষিয়া আইলাম প্রত্যুষ বেহানে
যুঝিবার হুড়াহুড়ি তখন পড়ে মনে।
অসম্ভাষে যদি যাই সংগ্রামভিতর
আহার পানি এড়ি মাতা কাঁদিবে বিস্তর।

সৈন্য সামন্ত ঠাট রাখিয়া সব দ্বারে
মাতৃ সম্ভাষিতে গেল পুরির ভিতরে।
রত্নসিংহাসন ঘর সোনার আওয়ারী
দশ হাজার সতিনীসহ আছে মন্দোদরী।
নয় সহস্র আছে মেঘনাদের রমণী
দুই লক্ষ আছে সৈন্য সামন্তের রাণী।
ইন্দ্রজিতায় দেখিয়া সভার হৈল মেলা
গগনমণ্ডলে যেন বাড়ে চন্দ্রকলা।
হেনকালে ইন্দ্রজিত দাণ্ডাইল মাতৃ আগে
চরনের ধুলি লইয়া দিল মাতার পাগে।
অস্তেব্যস্তে মন্দোদরী ধরে পুত্রহাতে
লক্ষলক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাতে।
অনেক তপে পূজিলাম ওমা মাহেশ্বর
সেই হেতু তোমা পুত্র ধরিলাম ওদর।
তোমায় প্রসবিয়া হৈনু প্রধান রাণী
চেড়ী হইয়া খাটে দশ হাজার সতিনী।
বাপের দুর্লভ তুমি মায়ের পরান
কার যুক্তে যুঝিতে হইলা আগুয়ান।

রাক্ষসকটক্ষ বলে রাম মানুষ তপস্বী
রামের বান ছুটিলে সেওটি না আসি।
হেন রামের সনে তুমি করিতে যাহ রন
মানুষ নহেন রাম আপনি নারায়ন।
পরদার মহাপাপ করে কোন রাজা
পরের স্ত্রী ঘরে আনে নাই বাসে লজ্জা।
সীতা দেবী আনে রামের বুক ওপাড়িয়া
সং-সারের বানরে রাম আইল সাজিয়া।
একেশ্বর হনুমান সাগর হইল পার
লঙ্কা পোড়াইয়া বানর কৈল ছারথার।
আছিল বিভীষন মন্ত্রনার সাগর
তারে লাথি মারে রাজা সভার ভিতর।
পরের স্ত্রী আনে নাহি অভিমান
এখন কেন যুঝিতে পাঠায় অন্য জন।
কপাট দিয়া তোমা পুত্র রাখিব ঘরে
কি করিবেন রঘুনাথ গড়ের বাহিরে।
সোনার চাপড়া আজি পড়ুক ঘোষনা
আজি হৈতে যুদ্ধ নাহি যুদ্ধ হইল মানা।

মন্দোদরী যত বলে সকরুণ ভাষে
মায়ের কথা শুনিয়া তখন ইন্দ্রজিত হাসে।
ত্রিভুবনে পূজিত দেখহ আমার বাপ
ইন্দ্র যম জিনিয়া বাপার দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এত সম্পদ ভুঞ্জ মা আমার বাপের তেজে
হেন বাপে নিন্দ মা স্ত্রী সভার মাঝে।
বামা জাতি স্ত্রী তোমরা বামাবচন
স্বামীনিন্দা কর মাতা কিসের কারণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে বৈসে যত দেবগণ
পরদার পাপ নাহি করে কোন জন।
ইন্দ্র সুরপতি সকল দেবতার সার
যাহা হইতে সৃষ্টি হইল পরদার।
সভে বলে ইন্দ্র রাজা বড়ই উত্তম
যার পরদারে স্ত্রী ছাড়িল গৌতম।
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি
চন্দ্র পরদার কৈল গুরুর ব্রাহ্মণী।
সংসার আলো করে চন্দ্র জগৎ উপর
পরদার করে কেন সংসারভিতর।

জগতের প্রাণ ধরে দেবতা পবন
বলে ধরি বানরীরে করিল রমণ।
কোনকোন দেবতার নাহি পরিবাদ
সভেমাত্র দোষ আমার বাপের অপরাধ।
দেবগণ হইতে কত করিল অনাচার
পরদার পাপ নহে পুরুষের ভার।
রাম মানুষ বেটা সে নহে পরিব্রত
তার স্ত্রী আনেন বাপা কোন অনুচিত।
রাক্ষসকণ্টক মারিয়া হইল কুলের বৈরি
ভাল কৈল মোর বাপ আনিল তার নারী।
অকারনে পুজি আমি অগ্নিশালা
বিপক্ষ দলন বটে নাম নিকুম্ভিলা।
সাক্ষাতে অগ্নি মোর হয় বিদ্যমান
ইন্দ্রজিতার সম্মুখে হয় আগুয়ান।
চারি দ্বারেতে আছে যত সেনাপতি
সকল ঠাট মারিব তার আজিকার রাতি।
এত যদি মায়ের ভরে দিল পাতিয়ান
কাছে আসিয়া লক্ষ রাঁড় রহে বিদ্যমান।

সারি দিয়া লক্ষ রাঁড় কহে যোড়হাতে
আমরা বলি শুন কিছু রাক্ষসের নাথে।
আমরা সব আসিয়াছি কিছু বলিবারে
মুখে নাহি সরে কিছু নাহি বলি ডরে।
সৈন্য সামন্ত ছিল আমার স্বামী লোক
যুদ্ধ করিয়া গেল বড় পাইলাম শোক।
রান্ধিবার বেলা হয় রাঁড় সভার মেলা
যাবৎ না হয়ে রাঁড়ের রন্ধনের বেলা।
ভোজনের কালে সব রাঁড়ের হুড়াহুড়ি
এক রাঁড়ের তরে চাহি দশদশ হাঁড়ি।
তনু আইওতে থাকু সভে আশীর্ব্বাদ করি
যুদ্ধে যাহ তুমি আজি জিনি আইস বৈরী।
শূর্পণখা রাণ্ডি দেখ এই তোমার পিশী
রাক্ষসী হইয়া হইল জাতি যে মানুষী।
অতি বড় আনে রাঁড়ী কুলের খাঁখারী
রাক্ষসী হইয়া ইচ্ছে মানুষ ভাতারী।
আপনা না জানে রাঁড়ি পাকিল মাতার কেশ
রামেরে ভাতার করিতে ধরে নানা বেশ।

চান করিল লক্ষ্মণ রাঁড়ির দর্প হৈল চুর
নাক কান কাটিল তার দিয়া চোখ খুর।
কি করিবেন শঙ্কর কি করিবেন পার্ব্বতী
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি।
পার্ব্বতী শঙ্কর নিত্য পুজেত রাবণ
এখন রাখিতে নারেন তাঁরা দুই জন।
এতেক বলিয়া কান্দে বীরভাগের নারী
ধারার শ্রাবণ যেন চক্ষের পানি পড়ি।
রাঁড়ের ক্রন্দনে ইন্দ্রজিতার বিসাদ
রাঁড়েরে প্রবোধি করে কুমার মেঘনাদ।
না কান্দ২ রাঁড় সব না করিহ শোক
স্বর্গ ভুবনে গেল তোমার স্বামী লোক।
চারি দ্বার মারিব আমি করিব তাড়নি
সকল রাঁড়ের নিভাইব শোক অগিনি।
এত বলি রাঁড় সবে দিল পাতিয়ান
মন্দোদরী বলে পুত্র কর অবধান।

সুন্দরে সুন্দর তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দর
নয় হাজার দেবকন্যা বিবাহ বিস্তর।
সোনার খাটে শোও পুত্র সোনার আওয়ারী
তোমার সেবা করুক নয় হাজার বহুয়ারী।
মায়ের বচন শুন আমার পীরিতি
আমার বাড়ি পুত্র আজি বঞ্চ সুখরাতি।
মন্দোদরী যত বলে সকরুণ ভাষে
মায়ের কথা শুনিয়া বীর ইন্দ্রজিত হাসে।
যুঝিবারে বাপ মোর দিলেন মেলানি
বাপ কি বলিবেন মোরে এই কথা শুনি।
দুয়ারে কটক আছে যুঝিবার মনে
কোন সুখে স্ত্রী লইয়া থাকিব শয়নে।
অগ্নিশালা আছে মোর নাম নিকুম্ভিলা
তাহাতে যজ্ঞ করিব হইয়াছে বেলা।
অগ্নি পুজিয়া আমি দিবত আহুতি
আছুক শয়নের কাম না দেখি যুবতী।
যাত্রাকালে স্ত্রী ছুইলে বড় প্রমাদ পড়ে
মায়ের ঠাঁই বিদায় হইয়া ইন্দ্রজিত নড়ে।

যজ্ঞ করিতে যায় কুমার ইন্দ্রজিত
যজ্ঞসজ্জা লইয়া রাক্ষস ধায় চারিভিত।
রক্তপাট ভারেং রক্তচন্দন
রক্ত কুসুমমাল্য রক্ত উত্তম বসন।
সরপত্র বোঝাং ঘৃতের কলসি
কালা ছাগল পালেং আনিছে রাক্ষসী।
সরপত্র বিছাইয়া ঢাকিল মেদিনী
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞে জ্বালিল অগিনি।
নওয়া কাতান আনিয়া ছাগলেরে কাটে
মন্ত্র পড়িয়া অগ্নির উপরে ফেলে গোটে।
আতব তণ্ডুল যব আনে পাটিপাটি
ঘৃতে বোবড়াইয়া হতে না রহে একগুটি।
সাক্ষাতে অগ্নি আসিয়া হইল বিদ্যমান
তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিতারে দিল বর দান।
যত বর চাহিল তত বর পাইল সুখে
অগ্নি বন্দিয়া উঠে যুঝিবার মুখে।
অ ।গু বাড়াইয়া নিল যিচমিচা দন্ত
লঙ্কার ভিতর থাকিয়া কেহ না পায় অন্ত।

দণ্ডক বনেতে রাম করিল সংগ্রাম
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল এক রাম।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে খর দূষণ
লঙ্কায় থাকিয়া বার্ত্তা পাইল রাজাত রাবণ।
ভেনমতে তোর বাপের হইবে বংশনাশ
তাহার ওপায় কিছু করিনু প্রকাশ।
রত্নমৃগ হয় মারীচ রাবনের ডরে
সোনার মৃগ দেখিয়া গেল রামের গোচরে।
রত্ন মৃগ রাবন রামেরে দিল ভেট
সীতা লইয়া পলায় রাবন নাহি চায় হেট।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
পর্ব্বতে থাকিয়া শুনে সীতার ক্রন্দন।
অনেক দিনের পক্ষিরাজ হইয়াছে জরা
দুই পাক্কা সুখাইয়া পর্ব্বতে সুখায় ধরা।
সীতার ক্রন্দনের রোল তথা থাকিয়া শুনে
রথের ওপর কান্দেন সীতা ত্রাসিত মনে।
আকাশে ওড়িয়া পক্ষী সীতার ক্রন্দন শুনে
রাবনের কোলে সীতা করিছে ক্রন্দনে।

দুই পাক্ষা মারিয়া পক্ষী আগুলিল বাট
রাবনেরে গালি পাড়ে মারে পাক্ষসাট।
ঠোটে ছিঁড়িয়া ফেলে সারথির মুণ্ড
ধ্বজা পতাকা সব করিল খণ্ডখণ্ড।
মাতার চুল ছিণ্ডিয়া করিল অবস্থা
ভাগ্যে পুণ্যে রাবনের রহিল দশ মাতা।
বুড়াকালে পক্ষিরাজ টুটিয়া আইল রন
দুই পাক্ষা কাটিয়া তার পাড়িল রাবন।
পঞ্চ বানর আমরা পর্ব্বতশেখরে
সীতা লইয়া যায় রাবন রথের উপরে।
তখন যদি জানিতাম রাম বিষ্ণু অবতার
সেই দিন তোর বাণে করিতাম সংহার।
সুগ্রীর রাজা রাজ্য পাইল রামের তেজে
প্রানশক্তিতে বানর লাগে রামের কাযে।
অজয় সুগ্রীব রাজা অজয় তার স্কন্ধ
গাছ পাতরে রাজা করিল সেতুবন্ধ।

দুই কুল ছিল সাগর হইল এক কুল
রাক্ষস মারিয়া এখন করিল নির্মুল ।
জীবার বাসনা থাকে শুন ইন্দ্রজিত
লঙ্কা থাকিয়া সবান্ধবে হও এক ভিত ।
এতেক বলিল যদি নীল বানর
রুষিল ইন্দ্রজিতা রাবণকোঙর ।
অস্ত্র ধরিতে না জানিস মাগুর আটনি
কোন সাহসে সংগ্রামেতে করিবি ওঠানি ।
কাহার ধন খাইস কাহার হইস জাতি
মরিবার তরে কেন মাতাস আরতি ।
কোপে নাই বলি তোরে বলিয়ে পীরিতি
দেশে পলাইয়া যাহ আজিকার রাতি ।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবে যদি করিস ডর
আমার ঠাঁই পড়িলে আজি যাবে যমঘর ।
এত বাক্য বলিলেক রাবণকোঙর
আরবার বলে তারে নীল বানর ।
কোন বোলে বলিস বেটা বর্ণে বিবর্ণ
তোর বিদ্যমানে মারা গেল কুম্ভকর্ণ ।

আগু পাছু না জানিস জাতি নিশাচর
তোর বিদ্যমানে রণে মরে তোর সহোদর।
মত২ রাক্ষস তোর আইল গোটে২
অস্ত্র ধরিতে না জানি হাতেরে না আটে।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষণের তরে দিব রাজদণ্ড ছাতা।
এত যদি বলিল তবে নীল বানর
আরবার বলে তারে রাবণকোঙর।
আড়াই দিন রাজা তোর সুগ্রীব বানর
কোন শক্তি আছে তার সংগ্রামভিতর।
লক্ষ্মণ বীর তোর কিসের বাখান
কোন দেশ লুটিল জিনিল কোন স্থান।
গোটাকত রাক্ষস মারিয়া কিসের বাখান
বাণে কাটিয়া তারে করিব দুইখান।
দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিত ত্রিভুবন ঘোষে
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা বান্ধিনু নাগপাশে।
একবার বান্ধিনু তাহার বড়াই কিসে
গরুড় আসিয়া মুক্ত করিল সে সব বিষে।

লজ্জা নাই বান্দে বেটা তার বড়াই করে
এত যদি ইন্দ্রজিত বলে নীলের তরে।
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন ওথলে
ইন্দ্রজিতার কথা শুনিয়া অধিক জ্বলে।
অস্ত্র শিক্ষার তুই করিস বাখান
রামের এক বাণে বেটা হারাবে পরাণ।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
এত বলি ইন্দ্রজিতা আকাশে হয় লুকি
মেঘের আড়ে থেকে তবে মেঘনাদ বানুকি।
জাঠি ঝকড়া শেল ফেলে এক ধারা
চতুর্দ্দিগে খশে যেন আকাশের তারা।
হিরার ধারা যেন আপনায় ডাঙ্গি
কোথাং বান রাখে কোথা ফেলে টাঙ্গি।
হাত পা ছিন্দিয়া বানর পড়ে কোটিকোটি
গড়াগড়ি যায় বানর কামড়ায় মাটি।
কেহ পলাইয়া যায় ধরিয়া দুই হাত
মরাছলা করি কেহ বাহির করে দাঁত।

ঘর স্মরিয়া কেহ সেতুবন্ধের আলি
দূরে থাকিয়া কেহ সুগ্রীবে দেয় গালি ৷
রাজ্য কৈল বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন
পালিল বানরগন পুত্রের সমান ৷
খাইতে পরিতে বানরের কাল গেল
বুঝিতে বানর না আসিত কোন কাল ৷
আড়াই দিন সুগ্রীব মাতায় ধরে দণ্ড
ইন্দ্রজিতার বানেতে পড়িল রাজ্যখণ্ড ৷
আমার সনে রামের কিসের অনুরোধ
ইন্দ্রজিতার সঙ্গে মোর কিসের বিরোধ
প্রানে কাতর বানরকটক ইন্দ্রজিতা হানে
এক দিগের ঠাট পড়ে চক্ষুর নিমেষে ৷
নীল সেনাপতি বলিয়া মন পাড়ে ডাক
সম্বর আমার বান পড়ে ঝাঁকেঝাঁক ৷
এড়িলেক বান চলে যমদরশন
ছুটিল আমার বান মরিবে এখন ৷
অগ্নিছেন বরিষে পবনের গতি
অদেখা যায় ফুটিয়া পড়ে নীল সেনাপতি ৷

রক্তে নদী বহে ঠাঁই রক্তেতে সাঁতারে
পর্ব্বত হনুমান বানর আর্শি কোটিবৃন্দ মরে।
মেঘ সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
দক্ষিন দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
দক্ষিন দ্বারেতে তোর কোন বীর জাগে
উত্তর না দেহ কেন দারুন নিশাভাগে।
কুমুদ নামে বানর ছিল রাত্রি জাগরনে
ডাক দিয়া উত্তর করে মেঘনাদের সনে।
কতকত বানরের করিব বিচার
বানরঘড় জাগে সব পর্ব্বত আকার।
অঙ্গদ যুবরাজ জাগে ইন্দ্রের নাতি
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে দুই সেনাপতি।
আহার পানি না খাই নিন্দ্রা না যাই রাতি
যাবৎ না মরে লঙ্কার অধিপতি।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনে দিব তার রাজদণ্ড ছাতা।
কুপিল যে ইন্দ্রজিতা তাহার বচনে
তারে গালি পাড়ে বীর করিয়া গর্জ্জনে।

আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষন।
যারে২ ইন্দ্রজিতা ধনুকে বান যোড়ে
লেখাজোখা নাহি ঠাট পড়ে ধড়ে২।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ এই তিন জন
অর্ব্বুদ২ বানর পড়ে তিন জনার ভিতর।
মেঘ সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
উত্তর দ্বারেতে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
উত্তর দ্বারেতে তোর কোন বীর জাগে
উত্তর দেহ মোরে দারুন নিশাভাগে।
ধুম্রাক্ষ নামে বীর ছিল রাত্রি জাগরনে
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদের সনে।
কত২ বানরের নাম লব কোটি২
সুগ্রীব রাজা জাগেন বানর ছত্রিশ কোটি।
আহার পানি না খাই নিদ্রা না যাই রাতি
যাবৎ না মারি মোরা লঙ্কার অধিপতি।
তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনের উপরে ধরিব দণ্ড ছাতা।

কুপিল ইন্দ্রজিত ধূম্রাক্ষের বচনে
ধূম্রাক্ষেরে গালি পাড়ে করিয়া গর্জ্জনে।
আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষণ।
নানা অস্ত্র ফেলে বীর কুম্ভার বরে
কুম্ভ অস্ত্র ফেলে ফুটিয়া বানর সব মরে।
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চূড়ামনি
আনের কায থাকুক সুগ্রীব পড়িল আপনি।
রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতারে
ত্রিশ কোটি বানর পড়ে উত্তর দ্বারে।
যেন সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ
পশ্চিম দ্বারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
পশ্চিম দ্বারে তোর কোন বীর জাগে
ইন্দ্রজিতা যুদ্ধ মাগে দারুন নিশাভাগে।
ডাকিয়া হনুমান বলে শুন ইন্দ্রজিত
রাম লক্ষ্মন জাগে জগতে পূজিত।
সুষেন জাম্বুবান জাগেন যুদ্ধের সাগর
আমি হনুমান জাগি বড় বানর।

তোরে আগে মারিয়া মারিব তোর পিতা
বিভীষনের উপর ধরিব দণ্ড ছতা।
রাবন মারি বিভীষনে করিব অধিকারী
কেলি করিতে দিব রানী মন্দোদরী।
শুনিল ইন্দ্রজিতা হনুমানের বচনে
হনুমানে গালি পাড়ে বিবিধ গর্জ্জনে।
আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন
তবে রাজ্য করিহ রাক্ষস বিভীষন।
আকাশে থাকিয়া করে বান বরিষন
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রামের গায়ে বান পড়ে তাহা নাই মনে
সহসহ বলিয়া বলেন ভাইত লক্ষ্মনে।
শুচিমুখ বান এড়ে ঘোর দরশন
শুচিমুখ বান ফুটিয়া পড়িল লক্ষ্মন।
লক্ষ্মনে পাড়িয়া বীর রামের পানে চাহে
লাক্ষেলাক্ষে বান মারে রঘুনাথের গায়ে।

মুকুন্দ অর্দ্ধচন্দ্র দুই বানের নাম
দুই বান ফুটিয়া পড়িল শ্রীরাম।
রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতারে
অবর্বুদ কোটি বানর পড়িল পশ্চিম দ্বারে।
চারি দ্বার জিনিলেক রাজ্যের কারন
বাপ সম্ভাষিতে যায় গীত নাচন।
আগে বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া
তাহার উপরে পড়ে পাটের পাছড়া।
হাতেক পর্য্যন্ত পড়ে পুষ্প পারিজাত
তাহার উপর পথ সুগন্ধি বহে বাত।
বাপের আগে দাণ্ডাইল দেব অবতার
বাপের চরনে মাথা নোডায় তিনবার।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীবেরে আর নাই ডর
সীতা লইয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর।
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে
কোলে করিয়া রাবন রাজা চুম্ব দিল তাহে।
রাজপ্রসাদ দিল তারে নানা অলঙ্কার
বিলাবারে দিল দশ তারে ভাণ্ডার।

সকল ভাণ্ডার দিল বিলাবার ছলে
দেবকন্যা লইয়া রহিল কুতুহলে।
চারি দ্বারে ঠাট পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রক্ষা পাইল হনুমান আর বিভীষণ।
অজয় অমর আর দুই বীর ব্রহ্মার বরে
দুই বীর রক্ষা পাইল এত মন্বন্তরে।
বানর সব চাহিয়া বেড়ায় চারি দ্বারে
মরিল সকল বানর রাজ্যের ভিতরে।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে সকল রাজাখণ্ড
ছত্রিশ কোটি বানরের গড়াগড়ি যায় মুণ্ড।
দক্ষিণ দ্বারে পড়িয়াছে অঙ্গদের থানা
মহেন্দ্র দেবন্দ্র তথা প্রধান দুই জনা।
পূর্ব্ব দ্বারে পড়িয়াছে নীল সেনাপতি
আশি কোটি বানর পড়িয়াছে সংহতি।
পশ্চিম দ্বারে যে তবে গেল দুই জন
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন হইয়ে অচেতন।
চারি দ্বার বেড়াইয়া দেখিল দুই জনে
কোটি২ বানর পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতার রণে।

হাতে দেওটি করিয়া দেখে জাম্বুবান
চক্ষু মেলিতে নারে বুড়া করিয়াছে ধ্যান।
হনুমান বলে তুমি হইয়াছ কাতর
সুগ্রীবের কুশল তুমি কহত সত্বর।
জাম্বুবান বলে মোর বুকে লক্ষ বাণ
চক্ষু মেলিতে নারি বুকে ধরে টান।
অনুমানে জানি আমি তুমি বিভীষণ
বিভীষণ আসিয়াছ আমাসম্ভাষণ।
ধার্মিক পণ্ডিত তুমি লোহবংশজ
হনুমান বীরের তুমি কহত কুশল।
বাপ পবন তার মাতাত অঞ্জনা
হেন জন থাকিতে পাই এতেক যন্ত্রণা।
বিভীষণ বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি
ইন্দ্রজিতার বানে তোমার জন্ম হইল যতি।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অবগতি।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে জগতে বাখান
হেন সময় নাহি চিন্ত রামের কল্যাণ।

এবেসে জানিলাম বুড়া তোমার চরিত্র
হনুমান বিনা তোমার কেহ নহে মিত্র।
জাম্বুবান বলে আমি বুদ্ধে নাহি ঘাটি
হনুমান জীলে সভার জীবন নেওটি।
অচেতন বানরগুলা আছে বা না আছে
এতেক জানিয়া বার্ত্তা হনুমানে পুছে।
বিভীষন বলে তুমি বৃদ্ধজ্ঞানী
তোমাসম্ভাষনে আসিয়াছি হনুমান আমি।
হনুমান করিল তার চরন বন্দন
জাম্বুবান তার তরে বলে ততক্ষন।
চারি দ্বারে ঠাট পড়িয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মন
তুমি ওষধি আনিলে জীয়ে সভার জীবন।
সাগর তরিয়া তুমি আকাশে কর গতি
হিমালয় পর্ব্বতে হইল যাহার উৎপত্তি।
দক্ষিনে ওষধি উত্তরে পর্ব্বত কৈলাশ
দুই পর্ব্বতের মাঝে ওষধের বাস।

ওষধি পর্ব্বতে আছে ওষধি চারি জাতি
অন্ধকার আলো করে ওষধের জোতি।
বিশল্যকরণী ওষধি সর্ব্ব লোকে জানি
দ্বিতীয় ওষধি তাহে অস্থিসঞ্চারিণী।
তৃতীয় ওষধি তাহে রক্তসঞ্চারিণী
চতুর্থ ওষধি তাহে মৃত্যুসঞ্চারিণী।
চারি গাছ ওষধি আনহ রাতারাতি
ঘুষিবারে থাকুক তোমার খেয়াতি।
এত বলি জাম্বুবান দিলেন মেলানি
ওষধি আনিতে বীর করিল ওঠানি।
ওড লেজ করিয়া মারিল দুই কান
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান।
এক লাফে হনুমান সাগর হইল পার
শরাগোটা হেন দেখে সকল সংসার।
নদ নদী কন্দর বীর তরিল সকল
দেওল বেহার এড়াইল মহাবল।
নানা তীর্থ এড়াইল মুনির বসতি
ছার বৎসরের পথ যায় এক দণ্ড রাতি।

ওষধি আনিতে যায় ওষধের স্থানে
চিহ্ন পাইয়া হনুমান রহিল সেইখানে।
শোখরে২ চাহে পবননন্দন
চারি গাছ ওষধি হইল অদর্শন।
চারি গাছ ওষধি যদি হইল অদর্শন
ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈশে পবননন্দন।
বান খাইয়া অচেতন বুড়া বয়সে
বুদ্ধি হারাইয়া পাঠায় ওষধি উদ্দিশে।
পর্ব্বত উর্কাটিয়া আমি করিলাম পাতিপাতি
এক জাতি ওষধি নাই বলে চারি জাতি।
বুদ্ধের সাগর হনুমান বিচারে পণ্ডিত
সাত পাঁচ ভাবিয়া বীর সম্বরিল চিত।
বৃহ্মার পুত্র ভালুক নানা গুনশালী
ওষধি লুকাইয়া পর্ব্বত মোরে করে টোলি।
আইসহ২ বলি পর্ব্বত মহাবীর
আমারে সে বলিহ হনুমান বানর।
হাস পরিহাস কর না জানহ ভালে
উপাড়ি পর্ব্বত তোরে ফেলি সাগরের জলে।

চারি দ্বারের ঠাট পড়িয়াছে রায়ের বিনাশ
হেনকালে পর্ব্বত মোরে কর ওপহাস।

বৃহ্মা সৃজিল তোরে শুন পর্ব্বত মহীবিরে
তুমি মোরে না করিহ আন
তুমি হইলে অভাজন যশেতে না দিলে মন
রাম লক্ষ্মনের না চিন্তিলা সম্মান।
শুন পর্ব্বত বলি আমি চোল না করিহ তুমি
পড়িয়াছে শ্রীরামের কটক
পড়িয়াছে লক্ষ্মন আদি সুগ্রীব অঙ্গদ আদি
পড়িয়াছেন রাম বংশের তিলক।
ওষধি দেহ চারি জাতি কটক জীয়াই রাতি
মোর ঠাঁই তবে হবে সুখী
রঘুনাথে ওর ওপাক্ষ তুমি কিসে পাবে রক্ষ
পর্ব্বত হইয়া যশ নাই দেখি।
শ্রীরামের আমি দাস মোরে কর ওপহাস
আপন দোষে হইবে বিনাশ

হনুমানে পর্ব্বত ভাঙ্গে   উপাড়িয়া করে মুণ্ডে
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

এক শত যোজন পর্ব্বত উচ্চেতে দীর্ঘল
হেন পর্ব্বত উপাড়ে হনুমান মহাবল।
দুই হাতে উপাড়িয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া
চল্লিশ যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া।
অনেক গাছ ছিঁড়ে অনেক ছিঁড়ে লতা
নানা পশু পলায় পলায় গজযাতা।
নানা বনে সর্প পলায় মাথায় মনি জ্বলে
পর্ব্বত লইয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে।
মাথায় পর্ব্বত করিয়া বীর উঠেত আকাশে
হেনকালে দেখে বীর পূর্ব্ব দিগ প্রকাশে।
রাত্রি প্রভাত হইল সূর্য্যের উদয়
দেখি হনুমান বীর পাইল বড় ভয়।
মাথায় পর্ব্বত বীরের গেল সূর্য্যের ঠাঁই
যোড়হাতে বলে হনু শুন হে গোঁসাঞি।

হনুমান নাম মোর জানে সর্ব্ব জন
ক্ষনেক অবধান কর কশ্যপনন্দন।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বিষ্ণু অবতার
বাপের সত্যেতে রাম ত্যজেন রাজ্যভার।
রামের সীতা হরিয়া আনিল রাবণ
রাম রাবণ দুই জনে বিস্তর হইল রণ।
সুগ্রীব রাজা পড়িয়াছে বানর অপার
মারিয়া গেল ইন্দ্রজিত্তা চারি দ্বার।
আপনি জানহ রাম বিষ্ণু অবতার
হেন রামের তরে তুমি কর উপকার।
ক্ষনেক বিলম্ব কর বিরিঞ্চি নারায়ণ
যাবৎ জীয়াই আমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব রাজা জীয়াই অঙ্গদ সেনাপতি
সকল বানর যাবৎ না পায় অব্যাহতি।
মরিবে বানর কটক তোমার আক্রোষে
রাম লক্ষ্মণ মরিবেন তোমার প্রকাশে।
যত বলে হনুমান না শুনে দিবাকর
সূর্য্যের উদয় দেখিয়া কুপিল বানর।

যত বোল বলি সূর্য্য নাহি শুনে কানে
হেন সূর্য্য বৃথা আমি রাখি অকারনে।
রাম যদি পড়িলেন রাক্ষসের যুদ্ধে
রাম নাহি মানে সূর্য্য করি অল্প বুদ্ধে।
এতেক যদি বলে হনুমান মহাবলী
রথে হইতে সূর্য্য লইয়া থুইল কক্ষতলি।
মাতায় পর্ব্বত লইয়া সাগর হইল পার
পর্ব্বত লইয়া বীর থুইল পশ্চিম দ্বার।
চারি গাছ ওষধি তাঁরে দিল দরশন
লজ্জিত হইয়া ওষধি ভাবে মনেমন।
চারি গাছ ওষধি দেখে রামের বিনাশ
লজ্জা পাইয়া তারা করেন আপন প্রকাশ।
চারি গাছ ওষধি ধরে আপন মুরতি
সংসার আলো করে ওষধের জ্যোতি।
বিশল্যকরনির নাকে লাগে ঘ্রাণ
মরিয়া ছিল যত বানর পাইল প্রান দান।
অস্থিসঞ্চারিনির গায় দিল ছড়া
কাটা গেল হাত পা লাগে আসি যোড়া।